গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৮ বর্ষ ১৩ সংখ্যা ৪ - ১০ নভেম্বর, ২০০৫ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

চড়া বিদ্যুৎ মাশুলের প্রতিবাদে কৃষক বিক্ষোভে পুলিশি বর্বরতা

লাঠি-গ্যাস-গুলিতে দ্বিতীয় গুরগাঁও সল্টলেক

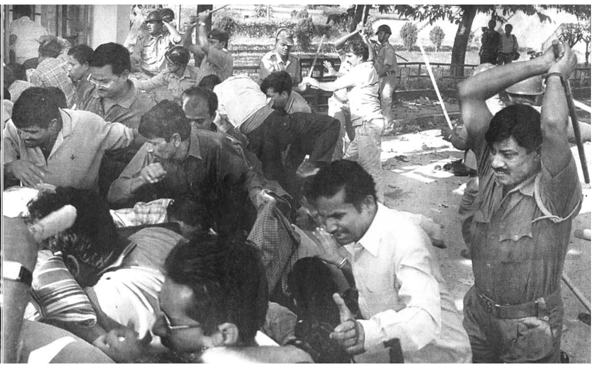

গত ২৭ অক্টোবর সল্টলেক বিদ্যুৎ ভবনের সামনে নিরস্ত্র কৃষকদের উপর পুলিশের নৃশংস আক্রমণের ঘটনায় স্তম্ভিত রাজ্য তথা দেশের মানুষ। সিপিএমের নেতারা হরিয়ানার গুরগাঁওয়ে হন্ডা শ্রমিকদের উপর মালিকের অনুগত পুলিশ বাহিনীর নৃশংসতা দেখে গর্বভরে বলেছিলেন, এ রাজ্যে কখনও গুরগাঁও হবে না। কিন্তু যেকোন বুর্জোয়া দলের সরকারের মতো তাঁরাও যে গুরগাঁওয়ের মত ঘটনা এ রাজ্যে অনায়াসে ঘটাতে পারেন তা প্রমাণ করে দিলেন ২৭ অক্টোবর। সেদিন সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতি (অ্যাবেকা)-র ডাকে গ্রাম থেকে আসা হাজার হাজার দরিদ্র কৃষকের রক্তে লাল হয়ে গেছে সল্টলেক বিদ্যুৎ ভবনের সামনের রাস্তা, আহত কৃষকদের আর্ত চিৎকারে ভরে উঠেছে সমস্ত চত্বর। লাঠির ঘায়ে, বন্দুকের কুঁদোর আঘাতে, পুলিশের ছোঁড়া ইঁটে মাথা ফেটেছে, হাত ভেঙেছে, রক্তাক্ত হয়েছেন শত শত কৃষক। পুলিশের বুলেটে নদীয়ার চুয়াখালি গ্রাম থেকে আসা কৃষক খোদ্দার শেখের পায়ের গোড়ালির উপরভাগ থেকে তলার অংশ খসে গেছে। পুলিশের আক্রমণ থেকে রেহাই পাননি মহিলা, যুবক, বৃদ্ধ নির্বিশেষে কেউই, এমনকী সাধারণ পথচারীরাও। নির্বিচারে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ২৫০ জনকে।

ঐদিন টিভিতে এ রাজ্যের পুলিশি বর্বরতায় গুরগাঁওয়ের প্রতিচ্ছবি দেখে যাঁরা শিউরে উঠেছেন, তাঁরা হয়তো আর একটা দিকও লক্ষ্য করেছেন — বিক্ষোভে আসা যুবকরা কেবল নয়, মধ্যবয়সীদের মধ্যেও একটা মরিয়া ভাব ছিল ; পুলিশের অমন বেপরোয়া লাঠি-গ্যাস, রাইফেলের গুলির মুখেও তাঁরা স্থান ত্যাগ না করে সোচ্চারে নিজেদের দাবিগুলো জানিয়ে গেছেন। সরকার ও প্রশাসনের কর্তাদের মধ্যে যদি মানবিকতা থাকত, মন্ত্রী-আমলাদের আমিরি যে জনগণের টাকাতেই চলে সে সত্যটা যদি খেয়ালে থাকত, তাহলে পুলিশ লেলিয়ে দেওয়ার আগে তাঁরা চাষীদের দাবিগুলো শুনবার চেষ্টা করতেন।

দূরদূরান্তের গ্রাম থেকে কেন তাঁরা এসেছিলেন সল্টলেকের বিদ্যুৎভবনে বিক্ষোভ দেখাতে? কী তাঁদের দাবি ছিল? অন্যান্য রাজ্যের মতোই পশ্চিমবাংলার কৃষকদের মনেও ক্ষোভ জমছে অনেকদিন ধরেই। জীবনজীবিকার অনিশ্চয়তা, ফসলের অল্প দাম, করের বোঝা ও বেকারির যন্ত্রণায় এঁরা জর্জরিত, দেনার বোঝা দুঃস্বপ্নের মতো তাড়া করছে এঁদের। এই সময়ই বজ্রাঘাতের মতো এসেছে বিদ্যুৎ মাশুলবৃদ্ধির ফরমান। চাষীরা মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন, কী করবেন, কীভাবে প্রতিকার করবেন ভেবে ভেবে তাঁরা দিশাহারা। অবশেষে বিদ্যুৎগ্রাহক সমিতির নেতৃত্বে সংগঠিত হতে শুরু করেন তাঁরা।

বহুকাল পর গত ২৫ আগস্ট কৃষকদের যে বিশাল মিছিল কলকাতার রাজপথে কাঁপন দিয়ে গিয়েছিল, তারও আয়োজক ছিল অ্যাবেকা। ঐদিনই নানা জেলার কৃষকরা বলেছিলেন, 'সরকার আমাদের পেটে লাথি মেরেছে, রুখে না দাঁড়িয়ে উপায় নেই।' ওঁরাই জানিয়েছিলেন, বিশাল অঙ্কের বিদ্যুৎ বিল মেটাতে অপারগ হয়ে তাঁরা বিল বয়কট করছেন। পুলিশ আসছে লাইন কাটতে, প্রতিরোধ করছেন চাষীরা। পর্ষদ কর্মী ও পুলিশকে তাঁরা বলছেন, ''আমাদের মেরে না ফেলে বিদ্যুতের লাইন কাটতে পারবে না'', ''বিদ্যুৎ বিল মেটাতে হলে তো না খেয়ে মরবই; পুলিশ যদি গুলি করে মারে তো মারুক।''

চারের পাতায় দেখুন

সি পি এম রাজ্য সম্পাদক বলেছেন,
''পুলিশ যা করেছে, ঠিক করেছে।''

কমরেড প্রভাস ঘোষের নিন্দা

এস ইউ সি আই-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৮ অক্টোবর এক বিবৃতিতে বলেন ঃ

''সল্টলেকে বিক্ষোভকারী কৃষকদের উপর পুলিশের নৃশংস লাঠি, টিয়ার গ্যাস ও গুলিচালনা সমর্থন করে সিপিএম রাজ্য সম্পাদকের বক্তব্য ব্রিটিশ শাসকদেরই স্মরণ করিয়ে দেয়। এটা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে বিপজ্জনক। পুলিশ গুলি চালিয়ে ১ জনকে গুরুতর জখম করার পরও যেভাবে গুলি চালানোর কথা বেমালুম অস্বীকার করেছে, তাতে পুনরায় প্রমাণ করছে এ রাজ্যে পুলিশ কীভাবে মিথ্যা রিপোর্ট দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করতে অভ্যস্ত। আমরা সিপিএম নেতৃত্ব ও পুলিস প্রশাসনের এই আচরণের তীব্র নিন্দা করছি এবং দাবি করছি — (১) পুলিশের লঠিচার্জ, টিয়ারগ্যাস ও গুলি চালানোর বিচারবিভাগীয় তদন্ত করতে ও দোষীদের শাস্তি দিতে হবে; (২) আন্দোলনকারী বন্দীদের বিনাশর্তে মুক্তি দিতে হবে; (৩) কৃষিতে বর্ধিত বিদ্যুৎ মাশুল প্রত্যাহার করতে হবে।'' ২৯ অক্টোবর অ্যাবেকার ডাকা প্রতিবাদ দিবসকেও সমর্থন জানিয়ে তা পালন করার জন্য তিনি রাজ্যবাসীকে আবেদন জানান।

সরকারি অবহেলায় বিপন্ন জলবন্দী মানুষ

ত্রাণকার্যে ও আন্দোলনে এস ইউ সি আই

গত আগস্টের শেষে আমেরিকার নিউ অর্লিয়েন্সে ক্যাটরিনা ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত বিপন্ন মানুষদের উদ্ধার ও ত্রাণের প্রশ্নে মার্কিন সরকার সীমাহীন অবহেলা ও ক্ষমাহীন অপদার্থতার পরিচয় দিয়েছিল। এ রাজ্যের সাম্প্রতিক বর্ষণজনিত প্লাবনে বিপন্ন মানুষের ক্ষেত্রে সিপিএম পরিচালিত রাজ্য সরকারের ভূমিকা তার থেকে কোন অংশেই কম নয়। সেই একই অবহেলা অপদার্থতা — যা মানুষকে অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। দুই মেদিনীপুর, কলকাতা, দুই ২৪ পরগণা, পুরুলিয়া সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলার বন্যা কবলিত ও জলবন্দী বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের তিক্ত অভিজ্ঞতা সেটাই।

সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জেলা দুই মেদিনীপুর। ১৮ অক্টোবর থেকে সপ্তাহব্যাপী একটানা বর্ষণে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ

সাতের পাতায় দেখুন

নদীবাঁধ মেরামত, ত্রাণ ও ক্ষতিপূরণের দাবিতে পাথরপ্রতিমা ব্লক নাগরিক কমিটির ডেপুটেশন

গত ৫ অক্টোবর দক্ষিণ ২৪ পরগণার পাথরপ্রতিমা ব্লকে বিডিও'র কাছে গণডেপুটেশন দেয় 'পাথরপ্রতিমা ব্লক নাগরিক কমিটি।' স্থায়ীভাবে নদীবাঁধ নির্মাণ, ভেঙে যাওয়া বাঁধ দ্রুত মেরামত, শুখা মরশুমে বাঁধ মেরামতির কাজ শেষ করা, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য দ্রুত ত্রাণ ও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা, পানীয় জলের টিউবওয়েল বসানো, এলাকায় মেডিক্যাল টীম পাঠানো, বাঁধ নির্মাণের কাজে সিডিউল-ওয়ার্ক অর্ডার-এস্টিমেট-নক্সার কপি প্রকাশের দাবি জানিয়ে কয়েকশত বন্যাপীড়িত মানুষ এদিন গণডেপুটেশনে অংশ নেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ১৮ সেপ্টেম্বরের ঘূর্ণিঝড় ও প্লাবনে এই ব্লকের প্রায় প্রতিটি নদীবাঁধ ভেঙে ধানজমি, পুকুর, বাড়ি, পানের বরজ, ফিসারি লোনা জলের তলায় চলে যায়। পরদিনই ব্লক নাগরিক কমিটির নেতৃবৃন্দ বিডিও'র সঙ্গে দেখা করে অভিযোগ করেন যে, আগে এলাকার নদীবাঁধগুলো ছিল ১২-১৩ ফুট উঁচু ; এখন ২৭৫ কিমি নদীবাঁধের ক্ষেত্রে এই উচ্চতা কমে দাঁড়িয়েছে ৬-৭ ফুট মাত্র। এছাড়া বাঁধগুলি জীর্ণ-দীর্ণ। তাই জলোচ্ছ্বাসে বাঁধ ভেঙেছে, এলাকা ভেসেছে। এই বাঁধ উঁচু করা হলে এভাবে মানুষের ক্ষয়ক্ষতি হত না।

গত বছর ১০ নভেম্বর এই নাগরিক কমিটি ব্লকের সার্বিক উন্নয়নের সঙ্গে নদীবাঁধ স্থায়ীকরণের দাবিতে ১ লক্ষ ২ হাজার ৪২৭ জন মানুষের স্বাক্ষর সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করেছিল বিডিও'র কাছে এবং ঐদিন পাঁচ সহস্রাধিক মানুষ সারাদিনব্যাপী ব্লক অফিসের সামনে ধর্নায় বসেছিল। এ বছর ১৩ মে এই কমিটি সহ প্রায় প্রতিটি অঞ্চলে গঠিত এ ধরনের ২৪টি নাগরিক কমিটির ডাকে যৌথভাবে সহস্রাধিক মানুষ কাকদ্বীপে এসডিও এবং সেচ দপ্তর অভিযান করেছিল। কিন্তু সরকারি অবহেলা ও অপদার্থতার কারণে এর তিন মাস বাদেই বাঁধ ভেঙে প্লাবন ঘটে গেল।

ব্লক নাগরিক কমিটির নেতৃবৃন্দ প্লাবিত এলাকাগুলি পরিদর্শন করে ৫ সেপ্টেম্বর ক্ষয়ক্ষতির সরেজমিন রিপোর্ট বিডিও'র কাছে পেশ করেন। তাঁরা ত্রাণ বন্টন ও বাঁধ মেরামতির তদারকির ক্ষেত্রে সর্বদলীয় কমিটি গঠনেরও দাবি জানান। বিডিও'র সঙ্গে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সুশান্ত কুমার দিন্ডা, সুধীর পড়ুয়া, শ্যামল গিরি, সুধাময় মাইতি, অসীম পণ্ডা, কার্তিক দাস প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

হুগলি

সঙ্গীতানুষ্ঠানে পুলিশের বর্বরোচিত অত্যাচারের প্রতিবাদে অবরোধ, বন্ধ, নাগরিক কনভেনশন

আইন শৃঙ্খলা রক্ষার নামে পুলিশ কীভাবে আইনকেই দু'পায়ে মাড়িয়ে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, ১২ অক্টোবর রাত ১০টায় শ্রীরামপুর শহর তাই প্রত্যক্ষ করল। ঐ দিন রাত ১০টায় শ্রীরামপুরের তারাপুকুর এলাকায় পূজা কমিটির সঙ্গীতানুষ্ঠানে শব্দবিধি ভঙ্গের অজুহাতে থানার আই সি মদ্যপ অবস্থায় স্টেজে উঠে গায়ককে কিল চড় মেরে, মাইক্রোফোন ভেঙে দিয়ে এক উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এরপর এস ডি পি ও বিশাল বাহিনী নিয়ে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হাজার হাজার মানুষকে এলোপাথাড়ি লাঠিচার্জ করে। নামানো হয় র‍্যাফ। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অমান্য করে পুলিশ ও র‍্যাফ মধ্যরাতে বাড়ি বাড়ি চড়াও হয়ে মহিলাদের ওপর অত্যাচার চালায়, দরজা জানালা ভাঙচুর করে। ৩৫ জনকে গ্রেপ্তার করে থানা লকআপে প্রচণ্ড মারধোর করে। পরদিন রেল অবরোধ ও সড়ক অবরোধে সামিল হয় শত শত মানুষ। স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রীরামপুর বন্ধ পালিত হয়। পুলিশি সন্ত্রাসের প্রতিবাদে ১৪ অক্টোবর এস ইউ সি আই-এর ডাকে ধিক্কার সভায় বহু সাধারণ মানুষ অত্যাচারের বিবরণ দেন। ২৪ অক্টোবর শ্রীরামপুর টাউন হলে আয়োজিত কনভেনশনে পুলিশের বর্বরোচিত আচরণকে তীব্র ধিক্কার জানিয়ে নাগরিক অধিকার রক্ষার্থে নাগরিক কমিটি গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট আইনজীবী কমলেশ ভট্টাচার্য, প্রাক্তন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ডঃ প্রীতিমাধব রায়, শ্রীরামপুর কেন্দ্রীয় ব্যবসায়ী সমিতির কার্যকরী সভাপতি সুব্রত বসু, শিল্পী সংসদের পক্ষে তাপস মুখার্জী এবং অ্যাবেকার হুগলি জেলা সম্পাদক প্রদ্যোৎ চৌধুরী। নবগঠিত 'নাগরিক অধিকার রক্ষা কমিটি' আন্দোলনের কিছু কর্মসূচি নিয়েছে।

স্বনিযুক্তি প্রকল্পে জুলুম বন্ধ করার দাবি জানাল স্বনিযুক্তি সংগ্রাম সমিতি

মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ঋণ-গ্রহিতাদের উপর প্রশাসনিক অত্যাচার-হয়রানি বন্ধ সহ সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও কালা কানুন প্রয়োগ বন্ধ, ভ্রান্ত স্বনিযুক্তি প্রকল্প সহ নিত্যনতুন ঋণ-প্রকল্পের চমক বন্ধ করার দাবিতে জেলা জুড়ে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে স্বনিযুক্তি সংগ্রাম সমিতি মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির উদ্যোগে ৪ সেপ্টেম্বর বহরমপুর কালেকটরেটে ক্লাব হাউস হলে এক সভার আয়োজন করা হয়। ঐ সভায় জেলার বিভিন্ন ব্লকের শতাধিক ঋণগ্রহীতা উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের জেলা সভাপতি ডাক্তার গোলাম জিকরিয়া। বক্তব্য রাখেন সমিতির রাজ্য কমিটির সহ-সভাপতি মোসাব্বর হোসেন এবং ১৪টি ব্লক থেকে আগত সম্পাদক-সভাপতি সহ অন্যান্য প্রতিনিধিরা। সভার অন্যতম বক্তা ও সংগঠনের রাজ্য সহ-সভাপতি দীপক ব্যানার্জী বলেন, আন্দোলনের চাপেই বহু জেলাতে প্রশাসনিক হয়রানি ও জুলুম বন্ধ করা গিয়েছে। পরিশেষে সমিতির রাজ্য সম্পাদক নন্দদুলাল দাস বলেন যে, স্বনিযুক্তি প্রকল্প বা স্বনির্ভর কর্মসংস্থানের ভ্রান্ত নীতির সারবত্তাহীনতার কথা জানা সত্ত্বেও সরকার এই নীতি পরিত্যাগ করেনি। আগামী ৩০ নভেম্বর জেলাশাসক দপ্তরে বিক্ষোভ-অবস্থানের কর্মসূচি গৃহীত হয়।

প্রবীণ পার্টি কর্মীর জীবনাবসান

মুর্শিদাবাদ জেলার সূতী থানার বৈষ্ণবডাঙা গ্রামের প্রবীণ পার্টি কর্মী কমরেড আব্দুল ওয়াহাব গত ২৩ সেপ্টেম্বর ৮২ বছর বয়সে দীর্ঘ রোগ ভোগের পর নিজ গৃহে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বেশ কয়েক বছর যাবৎ তিনি ব্রঙ্কোনিমোনিয়ায় ভুগছিলেন।

১৯৬৮ সালে তিনি এস ইউ সি আই দলের সাথে যুক্ত হন, বহুতালী পঞ্চায়েতের সমস্ত গ্রামে পার্টি সংগঠন গড়ে তোলেন। এলাকায় বিড়ি শ্রমিকদের আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। ১৯৮২ ও ১৯৮৮ সালে এলাকার বিড়ি শ্রমিকদের উল্লেখযোগ্য আন্দোলন তিনি সংগঠিত করেন এবং নেতৃত্ব দেন।

২০০২ সালে বীরভূম-মুর্শিদাবাদ সীমান্ত এলাকায় বৈষ্ণবডাঙা গ্রাম সহ বিভিন্ন গ্রামে পতাকা বিড়ি কোম্পানির কন্ট্রাক্টরদের বিরুদ্ধে পিএফ-এর টাকা আত্মসাৎ করার প্রতিবাদে ঐতিহাসিক বিড়ি শ্রমিকদের আন্দোলন গড়ে ওঠে। সেই আন্দোলনে পুলিশের গুলি চালনায় বিড়ি শ্রমিক মজিবর রহমান নিহত হন। মালিক শেষপর্যন্ত আত্মসাৎ করা পি-এফ এর টাকা ফেরত দিতে বাধ্য হয়। এই আন্দোলনে অসুস্থ অবস্থাতেও কমরেড আব্দুল ওয়াহাব বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

কমরেড আব্দুল ওয়াহাব তাঁর মধুর ব্যবহার ও উদার মনের দ্বারা অনেককেই দলের প্রতি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হন। দলের প্রতি তাঁর আবেগ ও দরদ ছিল উল্লেখযোগ্য। গত ৪ অক্টোবর বৈষ্ণবডাঙা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমরেড আব্দুল ওয়াহাবের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

বাসের ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন কোচবিহারে

ঠিক পুজোর মধ্যে সরকারি ও বেসরকারি বাসের ভাড়া বাড়িয়ে রাষ্ট্রীয় পরিবহন কর্তৃপক্ষ এবং বাস মালিকরা ভেবেছিল একতরফাভাবে যাত্রীদের পকেট কাটবে। কিন্তু বাদ সাধছে এস ইউ সি আই। দলীয় কর্মীরা বাসে বাসে উঠে হ্যান্ডবিল নিয়ে প্রচার চালাচ্ছেন। যাত্রী বিক্ষোভের ফলে বহু রুটেই পুরানো ভাড়াতেই বাস চলছে।

গত ২০ অক্টোবর কোচবিহার শহরের হরিশপাল চৌপথীতে অবরোধ করা হয়। দীর্ঘক্ষণ পথ অবরোধ চলে। পুলিশ ১ জন মহিলা সহ ১১ জনকে গ্রেপ্তার করে। উপস্থিত সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই আন্দোলনকে সমর্থন জানান। ঐদিন সাতমাইলে ১ ঘন্টারও বেশি পথ অবরোধ করা হয়। নিশিগঞ্জে ২১ অক্টোবর পথ অবরোধ হয়। ২৬ অক্টোবর পুন্ডিবাড়িতে প্রায় ১ ঘন্টা অবরোধ চলে। শত শত সাধারণ মানুষ অবরোধ স্থলে জমায়েত হলে যানবাহন দাঁড়িয়ে যায়। বাসযাত্রীরা ও উপস্থিত সাধারণ মানুষ এই আন্দোলনকে সমর্থন জানান।

দিনহাটা মহকুমার গোসানিমারীর মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিদিন ভাড়া বয়কট করছেন, বহুযাত্রী বাস বয়কট করে রিক্সাভ্যানে যাতায়াত করছেন। হলদিবাড়ী, মেখলিগঞ্জ, তুফানগঞ্জ, দিনহাটা, মাথাভাঙা, সাতমাইল, সাহেবেরহাট সহ জেলার সর্বত্রই আন্দোলন চলছে। ফালাকাটা, কুমারগ্রামদুয়ার সহ গোটা আলিপুর দুয়ার মহকুমাতে বিভিন্ন রুটে বাড়তি ভাড়া বয়কট আন্দোলন চলছে।

সাধারণ বাসযাত্রীরা যাত্রীকমিটি করে আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। ইতিমধ্যে তারা জেলাশাসক, এন বি এস টি সি কর্তৃপক্ষ ও আর টি এ কে স্মারকলিপি প্রদান করে এই অযৌক্তিক বাড়তি বাসভাড়া প্রত্যাহার করার দাবি জানিয়েছেন।

মুর্শিদাবাদ

নারীধর্ষণ-নারীপাচারের প্রতিবাদে নাগরিক কনভেনশন

ইমরানা-ঘটনা সহ নারীধর্ষণ, পাচার, নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে ২৫ সেপ্টেম্বর বহরমপুর গ্রান্ট হলে নাগরিক কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের সর্বভারতীয় সভানেত্রী কমরেড ছায়া মুখার্জী। প্রস্তাব উত্থাপন করেন নার্গিস তানছিম। বক্তব্য রাখেন নূরজাহান বেগম, দিলখুসা বেগম, সমাজসেবী ইপ্সিতা গুপ্ত, শিক্ষক মৌলানা মহসীন, প্রাক্তন অধ্যাপক আবুল হাসনাত, শিক্ষক গোলাম মোর্তাজা, অধ্যাপক খায়রুল আনাম এবং খাদিজা বানু। প্রধান বক্তা কমরেড ছায়া মুখার্জী বলেন, বর্তমান যে যুগকে আমরা 'সভ্যযুগ' বলি, সেখানে নারীদের উপর কী ধরনের আদিম অত্যাচার চলছে, তার একটি নমুনা হচ্ছে ইমরানার ঘটনা। যারা ধর্মের নামে অত্যাচারীদের পক্ষে অত্যাচারিতের উপর ফতোয়া চাপিয়ে দেয়, তারা কি ধার্মিক ? হিন্দু-মুসলমান সব সম্প্রদায়ের মধ্যেই নারী নির্যাতিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে একটি ঘৃণ্যতম সংযোজন হচ্ছে ইমরানা ঘটনায় ফতোয়া। তিনি দুঃখের সাথে বলেন, এমন মর্মান্তিক ঘটনার ক্ষেত্রেও শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী মুসলিমদের সোচ্চার হতে দেখা যাচ্ছে না। (ছবিতে বক্তব্য রাখছেন কমরেড ছায়া মুখার্জী)

কৃষি-বিদ্যুতের বর্ধিত মাশুল প্রত্যাহার, ফসলের ন্যায্য দাম, খেতমজুরদের সারা বছরের কাজ ও ন্যায্য মজুরির দাবিতে এবং কৃষিজমি কেড়ে নেওয়ার ও কৃষকদের ওপর লাঠি-গুলির প্রতিবাদে

১৪ নভেম্বর কৃষক ও খেতমজুরদের আইন অমান্যের ডাক

সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের রাজত্বে গ্রামবাংলার মধ্য-নিম্ন-প্রান্তিক কৃষক ও খেতমজুরদের দুঃখময় করুণ জীবনের কথা কারও অজানা নয়। কৃষকের আয়ের উৎস একটাই — ফসল বিক্রি। কিন্তু সেই ফসল কী দামে বিক্রি হবে তার উপর কৃষকের কোন হাত নেই। পুঁজিপতি এবং তাদের দালাল ফড়েরা দয়া করে যে দাম ধরে দেয় চোখের জল ফেলতে ফেলতে সেই দামেই চাষীকে ফসল বিক্রি করতে হয়। অন্য কোন উপায় তার সামনে খোলা থাকে না।

এই যে সামান্য কয়েকটা টাকা বাংলার কৃষক ফসল বিক্রি করে আয় করে তার উপর চলে নানা ধরণের শোষকদের নির্মম শোষণের কারসাজি। সবাই আমরা জানি, কৃষিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বীজ। বীজের চরিত্রের উপরই নির্ভর করে কতটা সার, জল, কীটনাশক ইত্যাদি প্রয়োজন হবে। এজন্য দেশি বিদেশি পুঁজিপতিরা তাদের মুনাফার পাহাড়কে স্ফীত করার জন্য রাজ্যের প্রথাগত বীজের চাষকে প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছে এবং ওদের পরীক্ষাগারে প্রস্তুত সঙ্কর বীজের চাষ চালু করেছে। এতে ওদের লাভ অনেক। বীজ বিক্রিতে লাভ, আবার এই বীজের জন্য প্রয়োজনীয় সার, কীটনাশক বিক্রি করে লাভ। এই লাভের সবটাই গিয়ে ঢুকছে দেশি-বিদেশি পুঁজির মালিকদের পকেটে। **এইসব দেশি-বিদেশি পুঁজির মালিকরাই হল গ্রামবাংলার কৃষকের প্রধান শত্রু।**

চাষের জন্য প্রয়োজনীয় শিল্পসামগ্রীর দাম বাড়ার সাথে সাথে চাষের খরচও বাড়ে বহুগুণ। কিন্তু কৃষকের বাস্তবে কোন সঞ্চয় নেই। রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বয়ং স্বীকার করেছেন — 'পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বছর কৃষি ও কৃষিসংক্রান্ত ক্ষেত্রে যেখানে ব্যাঙ্কের ঋণের প্রয়োজন অন্তত ১০ হাজার কোটি টাকা, সেখানে ২০০১-০২ সালে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি থেকে ঋণ প্রদান করা হয়েছিল মাত্র ৪১৪ কোটি টাকা।' (পঃবঃ সরকারের খসড়া কৃষিনীতি, পৃ-১৩) তাও এই ঋণের টাকা পেয়েছে গ্রামের ধনী কৃষকরা। মধ্য-নিম্ন-প্রান্তিক কৃষকের ঋণবাজারে কোন ঠাঁই নেই। তাহলে চাষের জন্য প্রয়োজনীয় আরও প্রায় ৯৬০০ কোটি টাকা কৃষকেরা কোথা থেকে পেলেন? কমপক্ষে ৬০ শতাংশ সুদে তারা মহাজনের কাছ থেকে এই টাকা ধার করেছেন এবং ঐ বছর রাজ্যের কৃষকেরা সুদ বাবদ মহাজনকে প্রায় ছয় হাজার কোটি টাকা গুণে দিয়েছেন। এই চলছে বছরের পর বছর। এইভাবে সুদখোর মহাজনদের দাপটে আজ গ্রাম বাংলার কৃষকেরা ক্রমাগত রক্তশূন্য হচ্ছেন।

আর এক ভয়াবহ শোষক হল কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার। কৃষকের উপর এদের আক্রমণ নানা ধরণের। বিজেপি-তৃণমূলের এনডিএ সরকার ডিজেলের দাম বাড়িয়েছে ১৭ বার, সিপিএম সমর্থিত কংগ্রেসের ইউপিএ সরকার ইতিমধ্যেই ৬ বার বাড়িয়েছে, শোনা যাচ্ছে আবারও নাকি বাড়ানো হবে। কৃষি বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি তো সর্বকালের রেকর্ড। ১৯৯০ সালে সারা বছরের জন্য চাষীকে দিতে হত যেখানে ১১০৪ টাকা বর্তমানে সেখানে দিতে হবে ৮,৭৬০ টাকা। ১৫ বছরে নয় গুণ বৃদ্ধি। তথাকথিত গরিব দরদী সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের আমলে দেশের মধ্যে এই রাজ্যেই কৃষি বিদ্যুতের দাম সব থেকে বেশি। এই রাজ্যের ৯৩ শতাংশ জোতই হল অলাভজনক। অধিকাংশ কৃষিজমির মালিক হলেন ক্ষুদ্র-নিম্ন-প্রান্তিক কৃষকেরা। ডিজেল ও বিদ্যুতের খরচ রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে এইভাবে বেড়ে যাওয়ার ফলে সেচের খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে বহুগুণ। এছাড়া রাজ্য সরকার ডিপটিউবওয়েলের জলের ট্যাক্স বৃদ্ধি করেছে তিন গুণেরও বেশি। এর উপর বৃদ্ধি পাচ্ছে জমির খাজনা, পঞ্চায়েতী ট্যাক্স, জমির মিউটেশন ফি, রেজিস্ট্রেশন ফি ইত্যাদি। অর্থাৎ এককথায় যতভাবে সম্ভব কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার কৃষকের পকেট কাটার বন্দোবস্ত করেছে, এবং এর কোন শেষ নেই। প্রতিদিনই নিত্যনতুন আক্রমণ হচ্ছে, প্রতিদিনই কর-দর-মূল্যবৃদ্ধির নতুন নতুন বোঝা চাপছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের এইরূপ শোষণে কৃষকের হাত থেকে ক্রমাগত জমি চলে যাচ্ছে। গত ১৫ বছরে এই রাজ্যে কৃষক জমি হারিয়েছে ৫০ লক্ষ বিঘারও বেশি। এই জমিহারা কৃষক ক্রমাগত খেতমজুর-দিনমজুরের সংখ্যা বৃদ্ধি করে চলেছে। রাজ্য সরকার সংখ্যাতত্ত্বের যতই কারসাজি করার চেষ্টা করুক না কেন এ সত্য আর গোপন নেই যে, গত ১০ বছরে রাজ্যে খেতমজুরের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৩৩ লক্ষ। তবুও এই সরকারগুলোর আক্রমণের বিরাম নেই।

আর এই খেতমজুরদের অবস্থা কী? এক কথায়, ভয়াবহ। গ্রামবাংলায় চাষের ধরণের খানিকটা পরিবর্তন ও খেতমজুরের সংখ্যাবৃদ্ধি — এই দুইয়ে মিলে মাথাপিছু কাজ পাওয়ার দিন ক্রমশই কমছে। সরকারী হিসাবে বর্তমানে এই রাজ্যে একজন ক্ষেতমজুর গড়পড়তা বছরে কাজ পান মাত্র ১১৪ দিন। এই কাজ দেয় মধ্য-নিম্ন-প্রান্তিক কৃষক। অর্থাৎ গড়পড়তা একটা ক্ষেতমজুর পরিবারের মাসিক আয় ৫৭০ টাকা। এই দুর্মূল্যের বাজারে এই সামান্য টাকায় ৪/৫ জনের একটা মজুর পরিবারে কী হয় তা আমরা সবাই জানি। কিন্তু রাজ্য সরকারের কোন হুঁশ নেই। গ্রামোন্নয়ন খাতে বরাদ্দ সামান্য টাকাও তারা অন্যখাতে খরচ করে। স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা বা ডিআরডি'র টাকা মন্ত্রীদের বিদেশভ্রমণ, গাড়ির তেল কেনা ইত্যাদি খাতে খরচ করেন। ইএএস প্রকল্পে খেতমজুরদের একশ'দিন কাজ দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বহুঘোষিত এই প্রকল্প পরিত্যক্ত হয়েছে।

গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের অধিকারও কেড়ে নেওয়া হয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি নদীভাঙনে প্রতি বছর গৃহহারা হচ্ছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ, খরা-বন্যায় সর্বস্ব হারাচ্ছেন তাঁরা। আর্সেনিক যুক্ত জল পান করে অসহায়ভাবে অনেকেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছেন, আরও কতশত যে মৃত্যুর প্রহর গুনছেন কে জানে! সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের ২৮ বছরের শাসনে এই হল গ্রামবাংলায় সাধারণ মানুষের আসল চেহারা।

এর উপর আবার একটা নতুন আক্রমণ শুরু হয়েছে। উন্নয়নের নাম করে রাজ্য সরকার নগরায়নের কর্মসূচিতে দেশি-বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানির হাতে কৃষিজমি তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ইন্দোনেশিয়ার সালিম গোষ্ঠীর সাথে রাজ্য সরকারের চুক্তিও হয়েছে এই মর্মে। সালিম গোষ্ঠীকে দেওয়া হবে ৫১০০ একর জমি, ডানকুনিতে উপনগরী গড়তে লাগবে ৫০১০ একর জমি, রাজার হাটে নেওয়া হয়েছে ৯০০০ একর এবং আরও নেওয়া হবে। এই সবে শুরু।

জেলায় জেলায় কৃষক হ্রাসের হার
১৯৯১-২০০১

জেলা	হ্রাসের হার
উত্তর ২৪ পরগণা	৩৪·২ শতাংশ
দক্ষিণ ২৪ পরগণা	৩৩·১ শতাংশ
নদিয়া	২৪·৭ শতাংশ
মুর্শিদাবাদ	২১·৩ শতাংশ
বর্ধমান	৩০·১ শতাংশ
মেদিনীপুর	৪৭·৪ শতাংশ
কোচবিহার	৫১·৮ শতাংশ

(বর্তমান, ১৩.১.২০০৫)

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কৃষক দরদের সামান্য নমুনা

পণ্য	১৯৯০ সালের দাম	২০০৫ সালের দাম
ইউরিয়া / কুইন্ট্যাল	২৩০ টাকা	৫৭০ টাকা
ফসফেট / কুইন্ট্যাল	১১০ টাকা	৩৮০ টাকা
পটাশ / কুইন্ট্যাল	১৫০ টাকা	৪৭০ টাকা
সুফলা / কুইন্ট্যাল	২৫০ টাকা	৮২০ টাকা
ডি এ পি / কুইন্ট্যাল	৩৯০ টাকা	১০২০ টাকা
হিলডন — ৫০০ মিলিগ্রা	৫৯ টাকা	১৫০ টাকা
থায়োডান — ২৫ মিলিগ্রা	৩৪ টাকা	১১৮ টাকা
মেটাসিড — ১ লিঃ	১৪৮ টাকা	৩১৯ টাকা
বিদ্যুৎ (৫ অশ্বশক্তি) একবছর	১১০৪ টাকা	৮৭৬০ টাকা
গ্রামীণ এলাকায় কৃষিজমির নামজারী	দরখাস্ত পিছু ৭৫ পয়সা	১০০ টাকা একরে
গ্রামীণ এলাকায় অ-কৃষিজমির নামজারী	ঐ	২০০ টাকা একরে
গ্রামীণ এলাকায় অ-বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত জমির শ্রেণী পরিবর্তন	ঐ	১০০০ টাকা একরে
গ্রামীণ এলাকায় বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত জমির শ্রেণী পরিবর্তন	ঐ	২০০০ টাকা একরে
কৃষি জমির খাজনা	৯ টাকা প্রতি একরে	২০ টাকা একরে

এই বিপুল পরিমাণ চাষের জমি, বাগান ও বাস্তুভিটে থেকে যে অসংখ্য পরিবার উচ্ছেদ হয়ে গেছে এবং যারা উচ্ছেদের অপেক্ষায় দিন গুনছে তাদের কী হবে? কী ভাবে চলবে তাদের? সিপিএম নেতারা বলছেন — ''কৃষকদের বোঝাতে হবে, কৃষকের ছেলে চিরকাল কৃষক থাকবে না।'' খুব ভাল কথা। কিন্তু তারা কী হবেন? উত্তর দিয়েছেন মন্ত্রীমশাই রেজ্জাক মোল্লা। তিনি বলেছেন — ''যাঁদের জমি নেওয়া হবে তাঁদের জন্য এই উপনগরীতে কাজের সুযোগ করে দেওয়া দরকার। যাঁরা উপনগরীর বাসিন্দা হবেন, তাঁদের বাড়িতে কাজের লোক দরকার; ধোপা, নাপিত, সবজি বিক্রেতা, চৌকিদার, মালী, রক্ষণাবেক্ষণ এইসব কাজে জমি হারানো চাষীরা ও তাদের পরিবার রোজগারের সুযোগ পেয়ে যাবেন।'' চমৎকার! ছিলেন দুই-তিন ফসলি জমির মালিক কৃষক, হয়ে যাবেন বাড়ির কাজের লোক, মালী, চৌকিদার। এই হল তাদের উন্নয়ন যার চাকায় পিষ্ট হবে শ্রমিক কৃষকদের জীবন।

জমি দেওয়ার প্রক্রিয়ায় রাজ্য সরকার জমি ব্যবসায়ীর ভূমিকা পালন করছে। কৃষকদের কাছ থেকে খুবই কম দামে জমি কেড়ে নিয়ে বহুগুণ বেশি দামে সেই জমি রাজ্য সরকার শিল্পপতিদের কাছে বিক্রি করছে এবং এই প্রক্রিয়ায় কোটি কোটি টাকা মুনাফা লুটছে।

হঠাৎ করে সিপিএম এটা করছে তা ভাবা ভুল। ১৯৯৬ সাল থেকেই তারা এই প্রক্রিয়া শুরু করেছে। যত দিন গিয়েছে ততই সিপিএম ও দেশি-বিদেশি শিল্পপতি পুঁজিপতিদের মৈত্রী আরও দৃঢ় হয়েছে। এইসব পুঁজির মালিকেরা দাবি তুলছে — 'জমি চাই, আরও জমি চাই; প্রয়োজনমতো সুবিধাজনক জায়গায় আরও জমি দিতে হবে। আর আইন? পাল্টাও। প্রয়োজনে নতুন নতুন আইন তৈরি কর।' পুঁজিপতিদের সেবাদাস সিপিএম ফ্রন্ট সরকার এই কাজেই এখন মনোনিবেশ করেছে।

উন্নয়নের নামে ওরা কৃষক উচ্ছেদ করে এই প্রকল্পে তৈরি করবে চকচকে রাস্তা, বিয়ার পাব, শপিং মল, বিগ্‌বাজার, হেলথ সিটি, গল্ফ ক্লাব ইত্যাদি। যা টুকরোটাকরা দু'একটা শিল্প তৈরি হবে তাও হবে পুঁজিপ্রধান, যেখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ খুবই কম। কর্মসংস্থানের যতটুকু সুযোগ থাকবে সেখানে অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত কৃষকদের চাকরির কোন সম্ভাবনাই নেই। ফলে কৃষক উচ্ছেদ করে, খেতমজুরের কাজের সুযোগ-সঙ্কুচিত করে এই যে উন্নয়ন পরিকল্পনা তা চূড়ান্তভাবে কৃষক ও খেতমজুরদের স্বার্থবিরোধী।

আর এই সুযোগে ঘোলাজলে মাছ ধরতে নেমে পড়েছেন তৃণমূল নেত্রী। কৃষক স্বার্থ রক্ষার চ্যাম্পিয়ান হিসাবে নিজেকে জাহির করে তিনি হুঙ্কার ছাড়ছেন — 'কোন মতেই জমি দেওয়া চলবে না', 'জমি দিতে গেলে হাত ভেঙে দেব' ইত্যাদি ইত্যাদি। অথচ এই তৃণমূল নেত্রী যখন কেন্দ্রীয় সরকারে মন্ত্রী ছিলেন তখন গৃহীত জাতীয় কৃষিনীতিতে পরিষ্কার বলা হয়েছিল — 'জমির ঊর্ধ্বসীমা আইনকে সংশোধন করা হবে — যাতে বৃহৎ জোতের সম্প্রসারণে কোন বাধা না থাকে। সরকারের হাতে ন্যস্ত বিশাল পরিমাণ জমি বণ্টন করা হবে।' এবং এই নীতি মেনে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের গড়ে তোলা plant growers' co-operative সহ নানা সমবায়কে জমি উপঢৌকন দেওয়া হয়েছে ১ কোটি ৪৮ লক্ষ ৪৪ হাজার একর (সূত্র ঃ Annual report, Ministry of Rural Area, Govt. of India 1998-99)। এসব কি তৃণমূল নেত্রীর অজানা? আর অতদূরে যাবারই বা দরকার কি? ঘরের পাশে রাজারহাটে রাজ্য সরকার যখন ১৯৯৮ সালে কৃষকদেরর কাছ থেকে একটু একটু করে জমি কেড়ে নিচ্ছিল — তখন তৃণমূল নেত্রীর বজ্রকণ্ঠ শোনা যায়নি কেন? তাঁর যদি এতই কৃষক দরদ তবে সারের উপর ভর্তুকি উঠে গেলে, ডিজেলের দাম বার বার বাড়লে, বিদ্যুতের দাম আকাশছোঁয়া হলে তাঁর প্রতিবাদী(!) কণ্ঠ ধ্বনিত হয় না কেন? আসলে গরিব চাষী-খেতমজুরের স্বার্থ নয়, তাঁর এই প্রতিবাদের ভান সামনের নির্বাচনের দিকে চোখ রেখে। এই জন্যই এত মায়াকান্না।

তাই তৃণমূলের মায়াকান্নায় না ভুলে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কৃষক ও খেতমজুর স্বার্থবিরোধী নীতি প্রতিরোধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার। এটাই সময়ের দাবি।

রাজ্যে খেতমজুর বৃদ্ধির পরিমাণ

সাল	পরিমাণ
১৯৭১	৩৩ লক্ষ
১৯৮১	৩৯ লক্ষ
১৯৯১	৫১ লক্ষ
২০০১	৭৩·৫১ লক্ষ

(সেন্সাস রিপোর্ট)

পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে সর্বত্র ধিক্কার

একের পাতার পর

মাশুলবৃদ্ধি কেমন হারে ঘটেছে? রাজ্যের সিপিএম সরকার কৃষিক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। উত্তরবঙ্গের শ্যালো গ্রাহকদের মাশুল বছরে ৪৪৩০ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৭০০০ টাকা, দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে ৫৪৬০ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৮৯৫০ টাকা। আবার কৃষকদের অজ্ঞানতার সুযোগ নিয়ে সমস্ত শ্যালো গ্রাহকদেরই সাবমারসেবল পাম্পের জন্য দেয় আরও বেশি বিল পাঠানো হচ্ছে। উত্তরবঙ্গে কৃষিগ্রাহকদের দিতে হচ্ছে ৮২০০ টাকা, আর দক্ষিণবঙ্গের কৃষিগ্রাহকদের দিতে হচ্ছে ১০৯৩০ টাকা। এর ফলে কৃষিপ্রধান এই রাজ্যের হাজার হাজার কৃষক বাধ্য হচ্ছেন কৃষিতে বিদ্যুতের ব্যবহার বন্ধ করতে। বন্ধ হচ্ছে চাষের কাজ। অভাবে, অনাহারে রাজ্যে চারজন কৃষক ইতিমধ্যেই আত্মহত্যা করেছেন। আগামীদিনে আরও অসংখ্য কৃষককেও এই পথই বেছে নিতে বাধ্য করছে সরকার। এই দুঃসহ অবস্থার কথাই বলতে এসেছিলেন চাষীরা। তাঁরা বলতে এসেছিলেন, কৃষির এই বর্ধিত মাশুল প্রত্যাহার না করলে কৃষকরা বাঁচবে না। বিদ্যুৎ নিয়ে মালিকী ব্যবসা চললে কৃষকদের মরতে হবে। অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুতে কৃষিতে বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ দেওয়া হয়, পাঞ্জাবে ২৫ পয়সা ও অন্যান্য রাজ্যে ৫০ পয়সা ইউনিট দরে বিদ্যুৎ দেওয়া হয়। এরাজ্যেও তিন একর পর্যন্ত বিনা পয়সায় ও অন্যান্যদের ৫০ পয়সা দরে বিদ্যুৎ দেওয়ার ব্যবস্থা কেন সরকার করবে না? কেন কৃষকের দুঃখের কথা না শুনে বিদ্যুতের লাইন জোর করে কেটে দেওয়া হবে? কিন্তু তাঁদের অভিযোগের কথা, যন্ত্রণার কথা শোনার জন্য ছিলেন না কোন মন্ত্রী, নিদেন পক্ষে কোন আমলাও। পরিবর্তে পূর্ব থেকেই মোতায়েন রাখা হয়েছিল বিশাল সশস্ত্র পুলিশবাহিনী। হাতে তাদের লাঠি, ঢাল, কাঁদানে গ্যাস আর বন্দুক-রাইফেল। তাই নিয়েই নিরস্ত্র কৃষকের শান্তিপূর্ণ মিছিল বিদ্যুৎ ভবন চত্বরে পৌঁছানো মাত্রই ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা। পুলিশের পাশবিক আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পেলেন না বৃদ্ধ শচীন্দ্রনাথ ভৌমিক, সমর চ্যাটার্জী বা নুরুল ইসলামের মত শত শত কৃষক। ফালাকাটার প্রতিবাদী যুবক পীযূষকান্তি শর্মার সাদা জামা রক্তে লাল হয়ে গেল অন্তত এক ডজন পুলিশের উপর্যুপরি লাঠির আঘাতে। মাথা ফেটে রক্ত ছুটল ফিনকি দিয়ে। বিদ্যুৎ ভবনের কিছু কর্মী আহত রক্তাক্ত পীযূষকে ঐ ভবনের মেডিকেল ইউনিটে নিয়ে গেলে পুলিশ সেখানেও তাকে আক্রমণ করে। মেডিকেল ইউনিটের কর্মী চিকিৎসকেরা কোনক্রমে তাঁকে রক্ষা করেন। পুলিশ বাস থেকে সাধারণ যাত্রীদেরও খুঁচিয়ে, মারতে মারতে নামিয়ে গ্রেপ্তার করে। গোটা এলাকা জুড়ে তখন পুলিশের তাণ্ডব চলছে। পুলিশ সন্ত্রস্ত মানুষগুলিকে বহুদূর পর্যন্ত তাড়া করে ধরেছে, তারপর তাদের ওপর নির্মম আঘাতে পুলিশের শক্ত, মজবুত লাঠিগুলো আখের ছিবড়েতে পরিণত হয়েছে। এই নৃশংসতা গুরগাঁওয়ের দৃশ্যকে মনে করিয়ে দেয়। আর রক্তাক্ত আহত গ্রেপ্তার হওয়া মানুষগুলোকে রাস্তার উপর দিয়ে বহুদূর পর্যন্ত হিঁচড়ে, ছেঁচড়ে নিয়ে গিয়ে মারতে মারতে যে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করেছে পুলিশ, তা ছাড়িয়ে গিয়েছে গুরগাঁওকেও। বৈদ্যুতিন মাধ্যমে তার কিছু কিছু নজির ধরা পড়েছে। হরিয়ানার কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী হুডার মতই সল্টলেকের ঘটনার পর সিপিএম নেতা অনিল বিশ্বাস দম্ভভরে বলেছেন, ''পুলিশ যা করেছে ঠিক করেছে। সরকারি সম্পত্তির উপর হামলা আমরা বরদাস্ত করব না।'' একথা পুলিশমন্ত্রী, বিদ্যুৎমন্ত্রী না হয় স্বরাষ্ট্র সচিব, কিংবা পুলিশকর্তারা যদি বলতেন, তাও না হয় বোঝা যেত। অথচ, বললেন সিপিএম দলের রাজ্য সম্পাদক। কিন্তু কোন্ অধিকারে? শাসকদলের নেতা হলেই কী প্রশাসনিক কর্তৃত্বের অধিকারী হয়ে যান তাঁরাও? অনিলবাবুরাই না বলেন, তাঁরা প্রশাসনে হস্তক্ষেপ করেন না, সরকার ও দলকে এক করেন না! ঐদিন পুলিশ বলেছিল, তারা গুলি চালায়নি, গুলির সংবাদ সত্য নয়। অনিলবাবুও একই কথা বলেছিলেন। তাঁরা তো সবসময়ই পুলিশের রিপোর্টকে ভিত্তি করেই চলেন। পরে প্রমাণ হয়েছে, পুলিশ গুলি চালিয়েছিল, পুলিশও বাধ্য হয়েছে এসত্য স্বীকার করতে। এখন অনিলবাবু কী বলবেন?

সরকারি সম্পত্তির উপর হামলার ওজরটা এদেশে নতুন নয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের উপর দমন চালাতে ব্রিটিশ শাসকরা এই যুক্তি দিত। দীর্ঘ কংগ্রেস শাসনে এ রাজ্যে বামপন্থী আন্দোলনকে হেয় করতে, পুলিশি নিপীড়নের অজুহাত হিসেবে 'সরকারি সম্পত্তির উপর হামলার' গপ্প বরাবর কংগ্রেসের নেতা-মন্ত্রীরা আওড়েছেন। আজ তাদেরই কথা ধার করে অনিলবাবুরা আওড়াচ্ছেন। শাসকদের জামার রং বদলেছে, কিন্তু শাসনের ও শাসকদের চরিত্র বদলায়নি।

অনিলবাবু বলেছেন, ''পুলিশ যা করেছে, ঠিক করেছে।'' এতো সিদ্ধার্থ রায়দের কণ্ঠস্বর! ২৮ বছরের সরকারি গদি সিপিএম নেতাদের আজ কোথায় নামিয়েছে, দেশি-বিদেশি পুঁজির সেবা করতে করতে জনগণ সম্পর্কে, তাদের প্রতিবাদ ও আন্দোলন সম্পর্কে কী ধরনের স্বৈরাচারী মনোভাবাপন্ন করে তুলেছে — এই উক্তি আবার তারই প্রমাণ দিয়ে গেল।

অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাস জানিয়েছেন, ঐদিন বিদ্যুভবনের ভিতরে তাঁকে পর্ষদের সিটু কর্মীরা ঘিরে ধরে, এমনকী মারধোর পর্যন্ত করে। এই ঘটনা কী উদ্বেগজনক নয়? টিভির পর্দাতেই দেখা গিয়েছে পদস্থ কর্তাদের সামনেই পুলিশ কর্মীরা সঞ্জিত বিশ্বাসকে কলার ধরে ঠেলতে ঠেলতে বিদ্যুৎ ভবনের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে। কোনও গণতান্ত্রিক দেশে, জনগণের গণতান্ত্রিক দাবিদাওয়ার আন্দোলনের নেতার প্রতি পুলিশ কি এই আচরণ করতে পারে? শুধু এটাই নয়, ঐদিন পুলিশ যাঁদের আহত অবস্থায় গ্রেপ্তার করেছিল, পরদিন তাঁদের আদালতে পেশ করতে জেল থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কোমরে দড়ি বেঁধে। গণআন্দোলনের কর্মীরা কি সমাজবিরোধী? 'পুলিশ যা করেছে ঠিক করেছে' বললে, এইসব স্বৈরাচারী আচরণ ও ভূমিকাকেও ঠিক বলা হয়। জানি, অনিলবাবুরা সেটাই বলবেন। তবু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই ১৯৬৯ সালের ইতিহাস। যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ফেলে দেওয়ার আগে সেই সরকারের মন্ত্রী ছিলেন সিপিআই নেতা বিশ্বনাথ মুখার্জী। সরকার পড়ে যেতেই ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের প্রতিবাদ সভায় বিশ্বনাথবাবুকে লাঠিপেটা করতে পুলিশের বাধেনি। মাত্র এক দিন আগে তিনি মন্ত্রী ছিলেন, ঐ পুলিশই তাঁকে সেলাম দিত — এসব কথা পুলিশ মনে রাখেনি, গতকালের মন্ত্রীকে আজ নতুন মন্ত্রীর নির্দেশে লাঠিপেটা করতে তাদের আটকায়নি। আজ যে সিপিএম নেতারা পুলিশের বর্বর আচরণকে 'ঠিক কাজ' বলে বাহবা দিচ্ছেন, সরকারে না থাকলে কিন্তু পুলিশ তাঁদেরও রেয়াত করবে না। অবশ্য তাঁরা যদি ধরে নিয়ে থাকেন, দেশি-বিদেশি পুঁজিকে সেবা করার বিনিময়ে রাজ্যের সরকারে তাঁদের দল চিরদিন থাকবে, তবে ভিন্ন কথা।

এ মিছিল আচমকা হয়নি। বহুদিন আগেই অ্যাবেকা ঘোষণা করেছিল তাদের দাবি, বলেছিল বিশাল জমায়েতের কথা। তাহলে সুষ্ঠুভাবে তাদের দাবিগুলি নিয়ে আলোচনা, অন্তত শোনারও কোন ব্যবস্থা কেন করেনি প্রশাসন? একে কি গণতান্ত্রিক আচরণ বলে? যে সরকারি সম্পত্তি রক্ষার জন্য তাদের এত মাথাব্যথা সেই সরকারটা তাহলে কার? কেন এস ই বি চেয়ারম্যান সাক্ষাৎ পর্যন্ত করতে অস্বীকার করেছেন? কারণ প্রথম থেকেই তাঁরা স্থির করেছিলেন দমননীতির দ্বারাই তাঁরা আন্দোলনকারীদের জবাব দেবেন। তাই আগে থেকেই অস্ত্র হাতে তৈরি ছিল পুলিশ। একথা সত্য নয় যে, ৫০০/৬০০ জন বিদ্যুৎ ভবনে জোর করে ঢুকতে গিয়েছিল। পুলিশি অত্যাচারের সাফাই দিতেই এই গপ্প তৈরি করা হয়েছিল।

২৭ অক্টোবর অ্যাবেকার বিদ্যুৎ ভবন অভিযান

পুলিশি বর্বরতার শিকার

বুলেটবিদ্ধ

খুরদার শেখ	- নদীয়া
রামপ্রসাদ সরকার	- উঃ ২৪ পরগণা

গুরুতর আহত

শচীন্দ্রনাথ ভৌমিক (৮০ বছরের প্রবীণ)	- উঃ ২৪ পরগণা
খালেকুজ্জামান	- উঃ ২৪ পরগণা
অনুপম হাতি (হাসপাতালে)	কলকাতা
সমর চ্যাটার্জী	- কলকাতা
হামিদুল হক	- নদীয়া
করিমুদ্দিন সেখ	- নদীয়া
চন্দন চক্রবর্তী	- নদীয়া
মুক্তি ঘোষাল	- নদীয়া
প্রণব বিশ্বাস	- দঃ ২৪ পরগণা
মহম্মদ রেকিব	- মালদহ
মদন ঘটক	- বীরভূম
নুরুল ইসলাম	- বীরভূম
দেবাশীষ মাঝি	- হুগলি
সায়গল সরকার	- মুর্শিদাবাদ
রফিকুল হক	- মুর্শিদাবাদ
পীযূষকান্তি শর্মা	- জলপাইগুড়ি

জেল হাজত ঃ ৫২

গণআন্দোলনের এই কর্মীদের জামিন না দিয়ে মিথ্যা মামলায় জেল হাজত দেওয়া হয়েছে।

সিপিএমের বহু সৎ কর্মী দলের নেতাদের এই ঘাতকের ভূমিকা দেখে ক্ষোভে, ঘৃণায় মুখ ফেরাচ্ছেন। এরাজ্যে ৫০-এর দশকে ৬০-এর দশকে বামপন্থী আন্দোলনের শহীদ, কংগ্রেসের ভাষায় যারা সরকারি সম্পত্তি ধ্বংসকারী, তাঁদের ঋণ যাঁরা আজও ভুলতে পারেননি, সেই সব বামপন্থী কর্মী সিপিএম নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতায় লজ্জিত, স্তম্ভিত। অ্যাবেকার বিক্ষোভে তাঁদের এমন অনেকেই সামিল হয়েছিলেন। স্বচক্ষে তাঁরা দেখেছেন— কীভাবে আজ লাল ঝাণ্ডাকে কলঙ্কিত করে, কংগ্রেস বিজেপির মতোই গণআন্দোলনের উপর পুলিশ লেলিয়ে দিচ্ছে ক্ষমতাসীন সিপিএম নেতৃত্ব।

টিভির পর্দায় যাঁরা কৃষকদের উপর পুলিশের এই নৃশংসতা প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁরা ঘটনার ভয়াবহতায় শিউরে উঠেছেন, ফোন করে তাঁদের তীব্র ক্ষোভ, উদ্বেগ জানিয়েছেন। সেই উদ্বেগ সেই বেদনাকে সংগ্রামের শক্তিতে পরিণত করতে হবে, না হলে প্রতিদিন এই ধরনের শোষণ, অত্যাচারের অসংখ্য ঘটনা আমাদের উপর নেমে আসবে। তাই আজ আর পড়ে পড়ে মার খাওয়া নয়, সময় এসেছে শাসকশ্রেণীর এই ধরনের প্রতিটি অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর — যেমন করে রাজ্যের প্রান্তে প্রান্তে অ্যাবেকার নেতৃত্বে সাধারণ কৃষকরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়িয়েছেন, যেমন করে মাসের পর মাস ধরে বর্ধিত বিদ্যুতের বিল বয়কট চালিয়ে যাচ্ছেন; বীরভূম, হুগলি, নদীয়ায় বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মচারীরা পুলিশ নিয়ে অন্যায়ভাবে লাইন কাটতে এলে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের মাধ্যমে তা রুখে দিয়েছেন, কোথাও তা কেটে দিলে আন্দোলনের চাপে পুনরায় জুড়ে দিতে বাধ্য করেছেন। এই পথেই কেন্দ্র-রাজ্য নির্বিশেষে সরকারের প্রতিটি অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সর্বত্র ঐক্যবদ্ধ হয়ে গড়ে তুলতে হবে প্রতিরোধ! শাসকশ্রেণী কখনও শেষ কথা বলেনি, শেষ কথা বলে সংগ্রামী জনগণ।

ইউরোপের মানুষও বলছে ধর্মঘট না করলে আমরা বাঁচব না

সকল দেশের পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তীব্র বাজার সঙ্কটে হাবুডুবু খাচ্ছে। যথারীতি এজন্য সকল দেশের পুঁজিপতিশ্রেণী ও পুঁজিবাদী সরকারগুলো ঝাঁপিয়ে পড়েছে শ্রমিক কর্মচারীদের উপর। লক্ষ্য একটাই — পুঁজির শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে শ্রমিকের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ন্যূনতম আইনসঙ্গত গণতান্ত্রিক অধিকারগুলিও কেড়ে নেওয়া, যাতে শ্রমিকের উপর শোষণের মাত্রা আরও তীব্র করে মুনাফা ও পুঁজির সঞ্চয়ের গতি অব্যাহত রাখা যায়, আরও বাড়ানো যায়। শ্রমিক কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারও কেড়ে নেওয়ার নাম দেওয়া হয়েছে ''শ্রম সংস্কার'' এবং এর পক্ষে যুক্তি দেওয়া হচ্ছে 'শিল্পায়নের'। এভাবেই শিল্প সঙ্কটের জন্য শ্রমিকশ্রেণীকে দায়ী করে, প্রকৃত দোষী পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে আড়াল করতে চাইছে বুর্জোয়া ও মেকি বামপন্থী দলগুলো। পুঁজিবাদী সংবাদ মাধ্যমও ক্রমাগত এই মিথ্যাই প্রচার করে যাচ্ছে। এই মতলব থেকেই ভারতবর্ষেও আন্দোলন-ধর্মঘট বিরোধী প্রচার তুঙ্গে তোলা হয়েছে। সংবাদমাধ্যমগুলি দেখায় যে, আন্দোলন, ধর্মঘট, বন্ধ, অবরোধ, মিছিল ইত্যাদি সবই যেন বৃহত্তর জনগণের, শিল্পের অগ্রগতির স্বার্থবিরোধী, অতএব শোষণ অত্যাচার যতই হোক আন্দোলন করা চলবে না। এ প্রসঙ্গে তারা ইউরোপ-আমেরিকার কথা তুলে বলে থাকে যে, ওসব দেশে ধর্মঘট বন্ধ হয়না, ওখানকার জনগণ এসব চায় না। গত ২৯ সেপ্টেম্বর সাধারণ ধর্মঘটের পর আনন্দবাজার পত্রিকা কোন এক ফরাসি ট্যুরিস্টের বক্তব্য টেনে বলল যে, ফরাসিরা নাকি এভাবে বন্ধ ধর্মঘটের কথা ভাবতেই পারে না। বহুল প্রচারিত এইসব সংবাদপত্রের কথা অনেকে বিশ্বাসও করেন। বাস্তবে এটা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রচার, তা বুঝতেই ৪ অক্টোবর খোদ ফ্রান্সের পরিবহন ধর্মঘটের এই সংবাদ জেনে নেওয়া প্রয়োজন।

রেলে সংস্কার কর্মসূচি রূপায়ণ করতে গিয়ে ব্যাপক প্রতিবাদের মুখে পড়েন ভিলেপাঁ। দেশব্যাপী ধর্মঘটে অচল হয়ে পড়ে ট্রেন চলাচল। শুধু রেলই নয়, বিমান চলাচল পর্যন্ত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ৪০০ উড়ান এদিন বাতিল করে দিতে হয়। জার্মান বিমানসংস্থা 'লুফৎহানসা' প্যারিসের সঙ্গে যোগাযোগকারী চারটি উড়ান বাতিল করতে বাধ্য হয়। কিছু যাত্রীকে অন্য বিমানে পাঠানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন কর্তৃপক্ষ।

ফ্রান্সে ভোটে জিতে ক্ষমতায় ফিরে ভিলেপাঁ আর্থিক সংস্কার কর্মসূচি চালিয়ে নিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সংস্কার কর্মসূচি অনুযায়ী রেল ও বিমান সংস্থার অনেকেরই চাকরি যাবে, বেতন কমবে, কর্মীদের অধিকার কমবে। শ্রম সংস্কার আইন করে ধর্মঘটের ও ইউনিয়নের অধিকারেও হস্তক্ষেপের চেষ্টা করছে ভিলেপাঁ সরকার। সরকারের এই কর্মসূচি ঠেকাতে দেশের সমস্ত সরকারবিরোধী ইউনিয়ন এদিন ধর্মঘটে সামিল হয়। ধর্মঘটের পক্ষে যে ব্যাপক সাড়া মিলেছে, তাতে ইউনিয়নগুলি অভিভূত।

প্যারিসের কয়েক হাজার মানুষের মধ্যে এই ধর্মঘট নিয়ে সমীক্ষা করা হয়। তাতে দেখা যায়, ৭২ শতাংশ মানুষ ধর্মঘটের পক্ষে রায় দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, সরকার যা করছে তাতে ধর্মঘট করা ছাড়া উপায় নেই। আবার অন্যদিকে অন্য সমীক্ষায় ৬২ শতাংশ মানুষ ভিলেপাঁর সংস্কার কর্মসূচিকে খারিজ করে দিয়েছেন।

এদিন যানবাহনের অভাবে প্যারিসের তথ্যপ্রযুক্তিবিদ ফ্লোরেন্স কোর্টিস-এর অফিসে যেতে ঘণ্টা দুয়েক দেরি হয়ে যায়। তবুও আক্ষেপ নেই তাঁর। তিনি বলেছেন ''ধর্মঘট না হলে আমাদের বেঁচে থাকার অধিকার পর্যন্ত কেড়ে নেওয়া হবে।'' (প্রতিদিন, ৫-১০-০৫)ড়

ধর্মঘটে স্তব্ধ বেলজিয়ামও

২৮ অক্টোবর দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটে অচল হয়েছে বেলজিয়াম। সমস্ত কারখানা, সরকারি দপ্তর, স্কুল, সরকারি রেডিও ও টেলিভিশন দপ্তর পর্যন্ত সবই বন্ধ ছিল এই ধর্মঘটে। নয়া উদারনীতিবাদী আর্থিক সংস্কারের পথ ধরে বেলজিয়ামের শ্রমিক কর্মচারীদের অর্জিত অধিকারগুলিও কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, চাকরির নিরাপত্তা চলে যাচ্ছে। এই অবস্থায় বেলজিয়াম সরকার কর্মচারীদের পেনশনে হস্তক্ষেপ করছে, বলছে, শ্রমিকদের পেনশন যোগানোর সামর্থ্য নেই। এই উদ্দেশ্যেই হঠাৎ অবসরের বয়স ৫৮ থেকে থেকে ৬০ করার ঘোষণা করেছে। অর্থাৎ বয়সের কারণে যাদের অবসর নেওয়ার কথা, তাদের পেনশন না দেওয়ার জন্যই ২ বছর বাড়তি কাজ করিয়ে নিতে চাইছে সরকার। এর বিরুদ্ধে ৭ অক্টোবর একবার ধর্মঘটের পর ২০ দিনের মাথায় আবার একবার ধর্মঘটে অচল হল বেলজিয়াম।

এদেশের তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ও ভাড়াটে কলমচিরা শুনুন — ১ মাসে ২ বার দেশজোড়া ধর্মঘট হচ্ছে উন্নত পুঁজিবাদী দেশ বেলজিয়ামে এবং সেটা সাধারণ মানুষের সমর্থনেই হচ্ছে।

দিল্লি হাইকোর্টের রায়ের প্রতিবাদে এ আই এম এস এস

১৫ বছরের একটি মেয়ের বিবাহকে বৈধ বলে স্বীকার করে নিয়ে যে রায় সম্প্রতি দিল্লি হাইকোর্ট দিয়েছে সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের সর্বভারতীয় কমিটি তাতে অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছে, এর ফলে মেয়েদের বাল্যবিবাহ দেওয়ার পুরনো সামন্ততান্ত্রিক প্রথাই উৎসাহিত হবে। ফলশ্রুতিতে একদিকে বিবাহ সম্পর্কিত গণতান্ত্রিক ধারণা, রীতি এবং মূল্যবোধ লঙ্ঘিত হবে অপরদিকে একশ্রেণীর মানুষের অপরিণত বয়সের আবেগকে উৎসাহিত করা হবে যা এক ধরনের সামাজিক নৈরাজ্যের জন্ম দেবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অবিলম্বে ১৮ বছরের কম বয়স্ক মেয়েদের বিবাহকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে আইন পাশ করা এবং এই আইন ভঙ্গ করাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে ঘোষণা করার দাবি জানিয়েছে সংগঠন।

আন্দামানে এস ইউ সি আই'র বুকস্টল

কলকাতা থেকে ১২৫৫ কিমি দূরে অবস্থিত ভারতবর্ষের দ্বীপ রাজ্য আন্দামানে এবার শারদোৎসবের সময় এস ইউ সি আই'র পক্ষ থেকে বুক স্টল করা হয়। দ্বীপান্তর দণ্ডপ্রাপ্ত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্মৃতিবিজড়িত, উত্তর থেকে দক্ষিণে ৮২৪ বর্গ কিমি ভৌগোলিক অঞ্চলের বিরাট ব্যাপ্তি নিয়ে সাগরের বুকে শোভিত অর্ধবৃত্তাকার আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে এটাই সম্ভবত একমাত্র রাজনৈতিক বুকস্টল। অন্য কোন সংগঠনের এই ধরনের স্টল চোখে পড়েনি।

বিরাট প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর, ধনীর ঐশ্বর্য ও নির্ধনের দারিদ্রের বৈষম্য নিয়ে বিরাজমান কেন্দ্র শাসিত এই রাজ্যের মানুষের মুক্তিরও পথ কী, এ সম্পর্কে মহান মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে-তুঙ ও তাঁদের সুযোগ্য ছাত্র মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রদর্শিত পথ কী, তা দ্বীপবাসীর ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার প্রয়াস থেকেই আয়োজন করা হয়েছিল এই বুকস্টলের। ১১ অক্টোবর বিকালে বই বিক্রির কাজ শুরু হয় রাজধানী পোর্ট ব্লেয়ারে। পরদিন জাহাজে ১০ ঘণ্টার পথ পেরিয়ে লিটল আন্দামানে সন্ধ্যায় পৌঁছিয়েই অন্যতম জনবহুল এলাকা হাট বে থেকে ১৬ কিমি দূরে রামকৃষ্ণপুর বাজারে পুজামণ্ডপ সংলগ্ন এলাকায় বুকস্টল করে বসা হয়।

স্টলে একজন আগ্রহী মানুষের হাতে বই তুলে দিচ্ছেন পার্টি সংগঠক কমরেড মহিউদ্দিন শেখ।

স্টল খুলতেই অপ্রত্যাশিত সাড়া পাওয়া যায়। এস ইউ সি আই ব্যানারে শোভিত বুক স্টলে বই কিনতে এগিয়ে আসেন এলাকার মানুষজন। ভারত-বর্ষের অন্যান্য রাজ্যের মত এখানকার শাসকরাও ছাত্র-যুব সমাজের আন্দোলনের ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে তাদের পঙ্গু করতে হাস্কা থেকে গাঢ় নেশায় আচ্ছন্ন করার আয়োজন করেছে। যেমন পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম ফ্রন্ট সরকার মদের ঢালাও লাইসেন্স থেকে শুরু করে 'রেডি টু ড্রিঙ্ক' সহ বহুবিধ উপায় নিয়ে চলেছে। কিন্তু ইতিহাসের একটা অমোঘ শিক্ষা রয়েছে যে অত্যাচারী শাসকরা একটা জাতির বিবেক-মনুষ্যত্বকে ধ্বংস করতে চাইলেও, তা সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে দিতে পারে না। তাই দেখা গেছে, বহু ছাত্র-যুবক তাঁদের বিবেকের তাড়নায় জানার অদম্য আগ্রহে বুকস্টলে এসেছেন, বইপত্র কিনেছেন।

শারদোৎসবে বুকস্টল শেষ করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ভারতবর্ষের একমাত্র বিপ্লবী দল এস ইউ সি আই-এর বক্তব্য ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার জন্য গ্রামে গ্রামে ঢুকে শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, সমাজসেবী ও ছাত্রছাত্রীদের হাতে মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ রচিত বইগুলো তুলে দিতে হবে এবং 'গণদাবী'র গ্রাহক করতে হবে। ইতিমধ্যে বেশ কিছু গ্রাহক করা হয়েছে। বই-এর চাহিদা থাকায় ইতিমধ্যে কলকাতায় দলের কেন্দ্রীয় অফিস থেকে আরও বই পাঠানো হয়েছে। আন্দামানে সংগঠন গড়ে তুলতেও কিছু মানুষ এগিয়ে এসেছেন। স্থানীয় কমরেডরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন লিট্‌ল আন্দামানে আগামী কালীপূজায়ও বুকস্টল করা হবে।

চটকলে নয়া মালিকী চক্রান্ত

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড শঙ্কর সাহা ২৭ অক্টোবর এক বিবৃতিতে বলেন, ''রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে মালিকরা শ্রমিকদের উপর বল্গাহীন অমানবিক নগ্ন আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে — তারই ফলস্বরূপ চটকলের মালিকরা বর্তমানে নদিয়া জুট মিল। নৈহাটি জুট মিল, রিলায়েন্স জুট মিল, অ্যালায়েন্স জুট মিলে সাসপেনশান অফ ওয়ার্ক (সাময়িক বন্ধ) ঘোষণা করে দেওয়ালী ও ঈদ পরবের সময় প্রায় ২৫ হাজার শ্রমিককে বেরোজগার করেছে।

''আরও কয়েকটি মিলের কয়েক হাজার শ্রমিক আশঙ্কায় আছেন যে এই পরবের সময় তারাও বেরোজগার হবেন। সরকারি দলের সমর্থক ইউনিয়নগুলো মালিকদের এই অন্যায় লকআউট করার কাজে প্রত্যক্ষ মদত যোগাচ্ছেন।

''অধিক মুনাফা, শ্রমিক সংখ্যা কমানো, উৎপাদনভিত্তিক বেতনের কালাচুক্তি চালু করার স্বার্থে মালিকরা এর মধ্যেই ঘোষণা করেছে যে বর্ধিত ডি-এ দেবে না। কাঁচা পাটের কৃত্রিম সঙ্কট সৃষ্টি করে জুট মালিকরা একদিকে ফাটকা খেলছে অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত জে সি আই নীরব দর্শক হিসাবে এই অসাধু ব্যবসায়ীদের সাহায্য করছে। ভারত সরকারের পরিচালনাধীন এন জে এম সি-র পাঁচটি চটকল সম্পূর্ণ বন্ধ করে প্রায় ২৫ হাজার শ্রমিককে ছাঁটাই করেছে। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের মদতে এই মালিকরা একদিকে পাটচাষীদের চূড়ান্তভাবে ঠকাচ্ছে অন্যদিকে শ্রমিকদের ঠকাচ্ছে।

''আমরা পাটচাষী ও চটকল শ্রমিকদের যুক্ত করে ঐক্যবদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান করছি এবং রাজ্য সরকারকে এই মিলগুলি বিনাশর্তে অবিলম্বে চালু করার জন্য প্রায়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি করছি।''

কোরাপুটে বিক্ষোভ মিছিল

জমি থেকে কৃষক উচ্ছেদ, মদের দোকান খোলা, পুলিশ ও বনদপ্তরের অফিসারদের অত্যাচার ইত্যাদি প্রতিবাদে এবং সড়ক নির্মাণ, সেচ ও পানীয় জল সরবরাহের দাবিতে সহস্রাধিক আদিবাসী কৃষক, যুবক ও মহিলা এস ইউ সি আই-এর নেতৃত্বে কোরাপুট বৈপারিগুড়া বিডিও অফিসে গত ৬ অক্টোবর বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পাহাড়ী রাস্তায় ৪০/৫০ কিলোমিটার হেঁটে তারা এই কর্মসূচিতে যোগ দেয়। বিডিও'র মাধ্যমে ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টারের উদ্দেশে একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

রিষড়া আঞ্চলিক যুব সম্মেলন

যুবজীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের দাবিতে এবং সামাজিক আন্দোলনে যুবসমাজের ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনের আহ্বান জানিয়ে ২ অক্টোবর রিষড়া ব্রহ্মানন্দ স্কুলে আঞ্চলিক যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন রিষড়া বামনারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মানিকলাল মান্না। বক্তব্য রাখেন ডি ওয়াই ও রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড জ্ঞানতোষ প্রামাণিক। অন্যান্য যুবসংগঠনের সঙ্গে ডি ওয়াই ও'র পার্থক্য দেখাতে গিয়ে তিনি বলেন, বেকারত্ব সহ সমাজজীবনের মৌলিক সমস্যাগুলির মূল কারণ যেখানে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সেখানে ডি ওয়াই ও ছাড়া অন্যান্য যুবসংগঠনগুলি এই ব্যবস্থা পরিবর্তনের লক্ষ্যে আন্দোলন পরিচালনা করেনা। সম্মেলনে ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন ডি এস ও'র কমরেড সমীরণ বোস বক্তব্য রাখেন। কমরেড সুশান্ত পালকে সম্পাদক ও স্বপন বর্মনকে সভাপতি করে ১৩ জনের কমিটি গঠিত হয়।

বিস্মিত বরোদার শিক্ষকমহল

সংঘপরিবারের বিশ্বস্ত উপাচার্যের বর্বরোচিত আচরণ

গুজরাটের এম এস বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদ এখন অলঙ্কৃত করে আছেন শ্রী মনোজ সোনি। কয়েক মাসের মধ্যেই লেকচারার থেকে রিডার হয়ে মাত্র ৩৮ বছর বয়সে তিনি উপাচার্য পদটি পেয়ে গিয়েছেন। এই চমকপ্রদ পদোন্নতির পিছনে রয়েছে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আশীর্বাদ। রহস্যজনক গোধরাকাণ্ডকে অজুহাত করে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ পরিচালনায় গুজরাটে সংখ্যালঘু গণহত্যা, যা সভ্যজগতের কলঙ্ক রূপে চিহ্নিত হয়েছে, সেই গণহত্যার সমর্থনে বই লেখেন সোনি, সেটাই তাকে মুখ্যমন্ত্রীর স্নেহধন্য করে তোলে। এহেন একজন গুণী উপাচার্যের সাম্প্রতিক কার্যকলাপে বিস্মিত, লজ্জিত বরোদার শিক্ষকমহল।

এই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবছর হঠাৎ করে হিন্দি স্নাতকোত্তর বিভাগে আসনসংখ্যা অর্ধেক করে দিয়েছেন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়েরই বহু ছাত্রছাত্রী এমএ-তে ভর্তি হতে পারেনি। এইসব ছাত্রছাত্রীদের পাশে এসে দাঁড়ায় এ আই ডি এস ও'র উদ্যোগে গঠিত 'এম এস বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংগ্রাম কমিটি'। গত এক মাস যাবৎ তারা ডেপুটেশন, ছাত্রসভা ইত্যাদির মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের কাছে ভর্তিসমস্যা সমাধানের দাবি জানিয়ে আসছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ কোন কার্যকরী পদক্ষেপ না নেওয়ার ফলে বাধ্য হয়ে বিক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীরা ২২ সেপ্টেম্বর উপাচার্যের অফিসের সামনে অবস্থানে সামিল হয়। উপাচার্য ছাত্রছাত্রীদের ন্যায্য দাবির প্রতি সুবিবেচনা তো দূরের কথা, অবস্থান ভেঙে চলে যাওয়ার চেষ্টা করেন। ছাত্রছাত্রীরা মাটিতে শুয়ে পড়ে স্লোগান দিতে থাকে। এরপর অবাক বিস্ময়ে বিক্ষোভরত ছাত্রছাত্রীরা দেখল, এম এস বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শীর্ষপদে আসীন ব্যক্তিটি তাঁর পদমর্যাদার সম্পূর্ণ অবমাননা করে ছাত্রছাত্রীদের দু'পায়ে মাড়িয়ে চলে যেতে দ্বিধা করলেন না। ভারতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসে এই ঘটনা এক কলঙ্কজনক নজির হয়ে রইল। একজন উপাচার্য কতটা উদ্ধত ও অমানবিক হতে পারলে এই কাজ করতে পারেন তা ভেবে বিচলিত হয়েছেন বরোদার শিক্ষকমহল।

(সূত্রঃ টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ১৩ সেপ্টেম্বর, ০৫)

সমৃদ্ধ খনি অঞ্চল বহুজাতিকদের দেওয়ার প্রতিবাদে

ভুবনেশ্বরে আইন অমান্য

ওড়িশার বিজেডি-বিজেপি দক্ষিণপন্থী জোট সরকারের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের একটা সাদৃশ্য দেখা যাচ্ছে। সিপিএম যেমন এ রাজ্যে কৃষিজমি বহুজাতিক সালিম গোষ্ঠীকে হস্তান্তর করছে, ওড়িশা সরকার তেমনি সমৃদ্ধ খনি অঞ্চলগুলি বহুজাতিক সংস্থার হাতে তুলে দিচ্ছে। এর প্রতিবাদে এবং ২০০০ মদের দোকান খোলার লাইসেন্স দেওয়া, সরকারি হাসপাতালে চার্জ বসানো এবং পে-ক্লিনিক চালু, শিক্ষায় ফি-বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ-পেট্রল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি প্রভৃতির বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই ওড়িশা রাজ্য কমিটির ডাকে ২৫ অক্টোবর ভুবনেশ্বর শহরে ১০ হাজার শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-যুব-মহিলা আইন-অমান্য করেন। রাজ্য সেক্রেটারিয়েট ভবনের সামনে পুলিশ তিন হাজারেরও বেশি আইন অমান্যকারীকে গ্রেপ্তার করে। এদের মধ্যে দলীয় বিধায়ক কমরেড শম্ভুনাথ নায়েকসহ কমরেডস্ বীণাপাণি দাস, ধূর্জটি দাস, রঘুনাথ দাস, ছবি মহান্তি, সদাশিব দাস, বিষ্ণু দাস, শঙ্কর দাশগুপ্ত, গোবিন্দ মহারানা রয়েছেন। প্রতিবেশী দুই রাজ্যের দক্ষিণপন্থী ও তথাকথিত বামপন্থী জোটের কে কাকে অনুসরণ করছে তার চেয়ে বড় প্রশ্ন উভয় সরকারই পুঁজিপতি শ্রেণীর অনুগামী।

পুরীতে আইন অমান্য

এস ইউ সি আই এবং এ আই কে কে এম এস-এর পুরী জেলা কমিটির যৌথ উদ্যোগে গত ৭ অক্টোবর পুরী ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টরেটের সামনে শতাধিক মহিলাসহ প্রায় তিন শতাধিক মানুষ আইন অমান্য করে কারাবরণ করেন। তাঁদের দাবি ছিল ঃ পুরী শহরে ভূগর্ভস্থ নিকাশিব্যবস্থা, চিল্কা হ্রদের নাব্যতাবৃদ্ধি, বেকারদের ১০০ দিনের পরিবর্তে সারা বছরের কাজ, ওড়িশা রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের পুনরুজ্জীবন, প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতে হেলথ্ সেন্টার স্থাপন, হাসপাতালের চার্জ বাতিল, প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতে সরকারি দামে ধান কেনার ব্যবস্থা, মাদকদ্রব্য ও অশ্লীল সিনেমা বন্ধ করা, শিক্ষার বেসরকারীকরণ ও ব্যবসায়ীকরণ বন্ধ করা প্রভৃতি। আইন অমান্যে নেতৃত্ব দেন এস ইউ সি আই-এর পুরী জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড রঘুনাথ দাস।

মহারাষ্ট্রের নাগপুরের পরসোডী স্থিত 'বিকাশ বিদ্যালয়ে'র ৩ জন শিক্ষককে অন্যায়ভাবে বরখাস্ত করার প্রতিবাদে এবং শিক্ষার অন্যান্য দাবিতে ২১ অক্টোবর এ আই ডি এস ও এবং ছাত্র-অভিভাবকদের শিক্ষা বাঁচাও সমিতি জেলা পরিষদের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। জেলা পরিষদ সভাপতি ২ দিনের মধ্যে দাবিগুলি পূরণের আশ্বাস দেন।

ইউ টি ইউ সি-এল এস'র হরিয়ানা রাজ্য সম্মেলন

২৩ অক্টোবর হরিয়ানার সোনেপত শহরে অনুষ্ঠিত হয় ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর দ্বিতীয় হরিয়ানা রাজ্য সম্মেলন। সম্মেলনে রাজ্যের ১০টি জেলার বিভিন্ন কর্মক্ষেত্র যথা ইটভাটা, পি ডব্লিউ ডি, ইঞ্জিনিয়ারিং, নির্মাণ, খনি, রাসায়নিক শিল্প এবং কৃষিক্ষেত্রের শত শত শ্রমিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এস ইউ সি আই হরিয়ানা রাজ্য সম্পাদক কমরেড সত্যবান সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ দেন। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড হরিপ্রকাশ। প্রধান বক্তার ভাষণে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর অন্যতম সর্বভারতীয় সম্পাদক কমরেড অচিন্ত্য সিনহা পূর্বতন বিজেপি জোট সরকারের ও বর্তমানে সিপিএম-সিপিআই সমর্থিত কংগ্রেসের ইউ পি এ সরকারের শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, যখন শ্রমিকদের বহু সংগ্রামে অর্জিত অধিকারগুলি একে একে হরণ করা হচ্ছে সেইসময় দক্ষিণপন্থী শ্রমিক সংগঠনগুলি এবং সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক বামপন্থী শ্রমিক সংগঠনগুলি আন্দোলনের পথ পরিত্যাগ করেছে। শোষণমুক্তির লক্ষ্যে বিপ্লবী শ্রমিক সংগঠন ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীকে শক্তিশালী করাই আজ শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক কর্তব্য বলে উল্লেখ করেন তিনি। কমরেডস সত্যবান ও হরিপ্রকাশকে যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক করে ১২ জনের কার্যকরী কমিটি ও ২১ জনের রাজ্য কাউন্সিল গঠিত হয়।

বক্তব্য রাখছেন কমরেড অচিন্ত্য সিনহা

উন্নয়ন শুধু প্রচারেই, পাল্টায়নি কিছুই

চারদিকে ঢক্কানিনাদ ভারতের আর্থিক উন্নয়ন ঘটছে ব্যাপকহারে, মানুষের অবস্থারও উন্নতি হয়ে গেছে, অর্থাৎ দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। কিন্তু সত্যই কি তাই?

"রুজি রোজগারের সন্ধানে ঝাড়খণ্ডের পঁচাশি শতাংশ আদিবাসী যুবতী অন্য রাজ্যে যেতে বাধ্য হন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের এক গবেষণায় সম্প্রতি এই তথ্য জানা গেছে। রাঁচির মহিলা কলেজের মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপিকা রেণু দিওয়ানের নেতৃত্বে হওয়া এই গবেষণা বলছে, এই মহিলাদের মধ্যে ছত্রিশ শতাংশই বিবাহিত। রাজ্য ছেড়ে রোজগারের সন্ধানে অন্যত্র যাওয়া এই আদিবাসী মহিলাদের বেশিরভাগই আর্থিক ও শারীরিক শোষণের শিকার হন।

গবেষণাটির নাম সোসিও সাইকোলজিক্যাল কোরিলেটস্ অব উইমেন মাইগ্রেশন ইন ঝাড়খণ্ড। এই গবেষণা বলছে ঝাড়খণ্ডের পনেরো থেকে তিরিশ বছর বয়েসি মহিলাদের মধ্যে পঁয়ষট্টি শতাংশই কাজের সন্ধানে অন্য রাজ্যে চলে যান। এঁদের তিরাশি শতাংশ মনে করেন বড় শহর মানেই বেশি রোজগার। কেবল মেয়েরা নয়, পুরুষরাও কাজের সন্ধানে রাজ্য ছেড়ে চলে যায়। তবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের এই গবেষণা ছিল মেয়েদের নিয়ে। রেণু দিওয়ানদের করা এই গবেষণা বলছে, যাঁরা কাজের সন্ধানে ভিন্ রাজ্যে চলে যাচ্ছেন তাঁদের মধ্যে একান্ন শতাংশ মাধ্যমিকের বেশি পড়াশোনা করেছেন। এর মধ্যে আবার তেইশ শতাংশ আদিবাসী। আরও একটি সাংঘাতিক তথ্য উঠে এসেছে — কাজের সন্ধানে চলে যাওয়া এই মহিলারা ভিন্ রাজ্যে আর্থিক শোষণের শিকার হচ্ছেন তো বটেই কর্মক্ষেত্রে তাঁরা শারীরিক শোষণেরও শিকার হচ্ছেন। বহু ঝাড়খণ্ডি মেয়ে হারিয়ে যাচ্ছেন যৌন পেশার অন্ধকারে। (দৈনিক স্টেটস্‌ম্যান ২০-১০-০৫)

বিহার

রাজ্যপালের কাছে হাজার হাজার ছাত্রের ডেপুটেশন

হাজার হাজার ছাত্র গত ২৭ সেপ্টেম্বর এ আই ডি এস ও-র নেতৃত্বে পাটনায় রাজভবনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। মাধ্যমিক পরীক্ষায় গ্রেডেশন প্রথা বাতিল, শিক্ষার সর্বস্তরে ফি হ্রাস, আই আই টি-তে ভর্তি পরীক্ষার পুরানো প্রথা বহাল রাখা, শিক্ষার বেসরকারীকরণ, ব্যবসায়ীকরণ, সাম্প্রদায়িকীকরণ বন্ধ করা প্রভৃতি দাবিতে এক বিশাল ছাত্র মিছিল গান্ধী ময়দান থেকে শুরু হয়ে আর-ব্লক চৌরাস্তায় পৌঁছায় এবং সেখানে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের বিহার রাজ্য কমিটির সভাপতি কমরেড রামপ্রীত রায়। রাজ্য সম্পাদক কমরেড দীপক কুমারের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে স্মারকলিপি পেশ করে। প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে লিখিত হাজার হাজার ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি দাবিপত্রও রাজ্যপালের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

সরকারি অবহেলায় বিপন্ন জলবন্দী মানুষ

একের পাতার পর

এলাকা হয় বন্যা কবলিত, নয়ত জলবন্দী হয়ে পড়েছে। ৩৫/৪০ লক্ষ মানুষ জলবন্দী। ফসলের ক্ষতি ব্যাপক। সরকারি হিসেবেই এই ক্ষতির পরিমাণ ৫০০ কোটি টাকার মত। ধান, পান, ফুল, মাছ, সব্জি ও মাদুর কাঠির চাষ পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত। প্লাবিত এলাকার লক্ষাধিক মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে আশ্রয়-শিবিরে ঠাঁই নিয়েছে। কলকাতায় মহাকরণের ঠাণ্ডা ঘরে বসে মন্ত্রী ও অফিসাররা প্রচার মাধ্যমের সামনে বড় মুখ করে টন টন চাল, গম, ডাল, চিঁড়া, গুড় ইত্যাদি বরাদ্দের কথা প্রচার করলেও বাস্তবে ছিটেফোঁটাও মেলেনি বহু জায়গায়, যতটুকু সরকারি ত্রাণ আসছে তা মূলত পাকা রাস্তা সংলগ্ন শিবিরগুলিতে এবং প্রয়োজনের তুলনায়ও তা নগণ্য। দূরবর্তী এলাকার শিবিরগুলিতে ত্রাণ বলে কিছু নেই। খাবার নেই, পানীয় জল নেই, খোলা আকাশের নীচে কোলের শিশু সহ অশক্ত অক্ষম বৃদ্ধ সকলে অভুক্ত অসহায় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। ফলে হাজার হাজার বন্যার্ত মানুষ রাগে ক্ষোভে ফেটে পড়ছে। ২৩ অক্টোবর মন্ত্রী সূর্যকান্ত মিশ্র বন্যা কবলিত এগরা ও কাঁথি পরিদর্শনে গেলেও তিনি মহকুমা শাসকদের অফিসে সময় কাটিয়েছেন, ৫ দিন ধরে ত্রাণ সামগ্রীর অভাবে ক্ষুব্ধ অনাহারী বানভাসি মানুষদের সামনে যাননি। এগরার বহু বানভাসি মানুষ মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে এলেও মন্ত্রী সযত্নে এড়িয়ে গিয়েছেন।

এলাকায় ত্রাণ কেন যাচ্ছে না — এই প্রশ্নের জবাবে রাজ্যের ত্রাণ মন্ত্রী হাফিজ আলম সাইরানির ব্যাখ্যা — জলে বহু রাস্তা ডুবে গিয়েছে, ফলে ত্রাণসামগ্রী নিয়ে লরি, ম্যাটাডোর সময়মত পৌঁছতে পারছে না। প্রশ্ন উঠছে, এলাকা প্লাবিত ও মানুষ জলবন্দী হলে রাস্তাঘাট জলে ডুবে থাকবে — এটা কি মন্ত্রী ও সরকার নতুন জানলেন নাকি? সেই অবস্থায় দ্রুত কী ব্যবস্থা নেওয়া যায় তার উদ্যোগ তাঁরা নিলেন না কেন? তাছাড়া কোন মন্ত্রী বা স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী সপরিবারে যদি মেদিনীপুরে কোথাও জলবন্দী হয়ে পড়তেন, তখন কি ত্রাণমন্ত্রী এই ছেঁদো যুক্তি দিতেন? তখন তাঁরা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় হেলিকপ্টার নিয়ে ছুটে যেতেন না? তাহলে সাধারণ মানুষের বেলা সেই যুদ্ধকালীন তৎপরতা দেখা গেল না কেন? বিপন্ন মানুষদের কাছে হেলিকপ্টার যোগে বা যন্ত্রচালিত বোটের সাহায্যে ত্রাণসামগ্রী দ্রুত পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে কী অসুবিধা ছিল? অসুবিধা ছিল মানসিকতার, দৃষ্টিভঙ্গির। জনগণের প্রতি সহমর্মিতা, ভালবাসা ও দায়িত্ববোধ সম্পন্ন মানসিকতা এই সরকারের বিন্দুমাত্র নেই। সেজন্যই দিনের পর দিন অনাহারে, পানীয় জলের অভাবে শিশু-বৃদ্ধ-অসুস্থ সহ অসহায় বিপন্ন মানুষগুলি ছটফট করেছে। আর মন্ত্রী ও অফিসারেরা মহাকরণের ঠাণ্ডা ঘরে বসে বাণী বিলিয়েছেন।

দুই জেলায় মাটির বাড়ি ধ্বংস হয়েছে ২০/২২ হাজার। জল নেমে গেলেই ধ্বসে পড়বে, এমন মাটির বাড়ির সংখ্যা ৩৫/৪০ হাজারের কম হবে না। সবচেয়ে দুর্গত এগরার দুবদা এলাকা, সেখানে কয়েকটা স্পীড বোট দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এলাকার মানুষ তাদের একদিনের বেশি দেখতে পায়নি। ত্রাণ খুবই কম। মানুষ আশ্রয় নিয়েছে প্রায় ৯০০টির বেশি স্কুল বা উঁচু আশ্রয়স্থলে। সেখানে অল্প কিছু শুকনো খাবার দেওয়া হয়েছে। খাবারের দাবি উঠলেই বলা হচ্ছে — দেখছি, দেখব। যে সব আশ্রয়স্থলকে ত্রাণ শিবির বলা হচ্ছে, সেখানে পানীয় জলের সমস্যা প্রচণ্ড। সেখানে কোন মেডিক্যাল সহায়তার ব্যবস্থা নেই। ডাক্তার নেই, ওষুধ নেই। হাসপাতালগুলোতে সাপে কামড়ানোর প্রতিষেধক সিরাম নেই। ইতিমধ্যে খেজুরিতে অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। দেওয়াল চাপা পড়ে দুই জেলা মিলে ১৩ জনের মৃত্যু ঘটেছে। সাপের কামড়ে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। আন্ত্রিকের প্রকোপ দেখা দিয়েছে নন্দীগ্রাম, এগরা, সবং-এ। এ পর্যন্ত আন্ত্রিকে ৫ জন মারা গেছে বলে খবর। এগরায় যতটুকু ত্রাণ যাচ্ছে তা বণ্টনে চলছে দুর্নীতি ও দলবাজী। ১০/১২টি জায়গায় নদী বাঁধে ফাটল দেখা গেলে বাঁধ রক্ষার চেষ্টায় মানুষ প্রাণপণ চেষ্টা করেছে।

পাশাপাশি, দুর্গতদের উদ্ধার কাজে ও ত্রাণের দাবিতে বন্যার্তদের বিক্ষোভ সংগঠিত করার প্রশ্নে এস ইউ সি আই কর্মীরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে।

এগরা-১ ব্লকের ছত্রী এলাকায় এবং এগরা-২ ব্লকের দুবদা এলাকায় বন্যা দুর্গতদের উদ্ধার করার কাজে এস ইউ সি আই কর্মীরা ঝাঁপিয়ে পড়ে বিভিন্ন স্কুলে ও উঁচু স্থানে নিয়ে আসে। বানভাসি মানুষদের উদ্ধার ও ত্রাণের ক্ষেত্রে প্রশাসনের কোন ভূমিকা না দেখে, ২১ অক্টোবর বন্যার্ত মানুষদের নিয়ে, এগরা লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড জগদীশ সাউ ও কমরেড সনাতন গিরি এগরা এস ডি ও-র কাছে যান, উদ্ধার ও ত্রাণের দাবি জানান। ঐ দিন নন্দীগ্রাম-১ বিডিও অফিসে এস ইউ সি আই দলের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ দেখানো হয়। বিডিও'র সাথে দেখা করে এস ইউ সি আই জেলা কমিটির পক্ষ থেকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। পূর্ব মেদিনীপুরের অতিরিক্ত জেলাশাসকের সাথে আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদক কমরেড মানব বেরা, কমরেডস্ আশুতোষ সামন্ত, মানিক মাইতি ও তপন ভৌমিক। ২১ অক্টোবর পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা শাসক অফিসের সামনে 'খরা-বন্যা ভাঙ্গন প্রতিরোধ কমিটির' পক্ষ থেকে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও স্মারকলিপি দিয়ে স্থায়ী বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য মজে যাওয়া নদী ও খালগুলি সংস্কারের দাবি জানান হয়। কমিটির সম্পাদক পঞ্চানন প্রধান বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার বন্যা ও খরা নিয়ন্ত্রণের স্থায়ী সমাধানের পথে এগোচ্ছে না। নদী ও খাল সংস্কারের প্রয়োজনীয় টাকা বরাদ্দ না করে মাঝে মধ্যে অল্প টাকা বরাদ্দ করা হয়, তা চুরি-জোচ্চুরির পথে ফুরিয়ে যায়। বর্তমান বন্যাপরিস্থিতির জন্য দুই সরকারই দায়ী।

পর্যাপ্ত ত্রাণের দাবিতে বিক্ষুব্ধ বানভাসি মানুষ গত ২৪ অক্টোবর জাহালদায় দীঘা-খড়্গপুর বাস রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পুলিশ প্রশাসন আশ্বাস দিলে অবরোধ ওঠে। এস ইউ সি আই কর্মীরা এই অবরোধে বন্যার্তদের সংগঠিত করার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। দাঁতন-১, এগরা-২ ব্লকেও দলের পক্ষ থেকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। কাঁথি শহরের ১১টি ত্রাণ শিবিরে পানীয় জলের সরবরাহ, পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় এস ইউ সি আই দলের পক্ষ থেকে কাঁথি পৌর প্রধানের কাছে এইসব ব্যবস্থা করার দাবি জানানো হয়। বিভিন্ন আশ্রয় কেন্দ্রে এস ইউ সি আই কর্মীরা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে চলেছে।

২৮ অক্টোবর মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বন্যাকবলিত এলাকা পরিদর্শনে এগরায় পৌঁছলে বন্যার্তদের উদ্ধার ও ত্রাণে সরকারি গাফিলতির প্রতিবাদে এস ইউ সি আই'র নেতৃত্বে বন্যার্ত মানুষজন কালো পতাকা দেখিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এই বিক্ষোভের পরপরই বিক্ষোভকারীদের উপর সিপিএম ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী আক্রমণ করে অনেককে আহত করে, এবং পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেয়। যাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে আছেন কমরেড জগদীশ সাউ, প্রাথমিক শিক্ষক নেতা কমরেড সতীশ সাউ, কমরেড দীপক মাইতি, কমরেড বরুণ পণ্ডা প্রমুখ।

কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষজনও জলবন্দী। ১৯৭৭ সালের ক্ষমতায় বসার পর থেকে সারা রাজ্যের সঙ্গে সিপিএম-ফ্রন্ট সরকার নিজেই কর্পোরেশন চালিয়েছে। এরপর থেকে একমাত্র বিগত ৫ বছর তৃণমূল কংগ্রেস নিয়ন্ত্রিত পৌরসভার পরিচালনা বাদ দিলে একটানা সিপিএমের মেয়র। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতির জন্য গত ২৮ বছরে গোটা রাজ্যের ক্ষেত্রে সরকার যেমন কিছু করেনি, কলকাতা কর্পোরেশনের ক্ষেত্রেও কিছু করেনি। তাই ভারী বৃষ্টি মানেই মানুষ পচা দুর্গন্ধময় জলে বন্দী। এবারের ভারী বর্ষণ থেমে থেমে হলেও ফলাফল সেই একই। এ ব্যাপারে কর্পোরেশন কী করেছে? মেয়র বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যের ১০০ নং ওয়ার্ডের নাকতলার অধিকাংশ এলাকা থেকে জমা জল বের করে দেওয়ার জন্য যে তৎপরতা দেখানো হয়েছে, ভুক্তভোগী নাগরিক মাত্রই জানেন তা অন্যত্র কোথাও দেখানো হয়নি। কেন? তাঁরা কি নাগরিক নন? মেয়রের ওয়ার্ডে পুরসভার যখন এই তৎপরতা, তখনও শহরের বস্তি ও বিস্তীর্ণ নিচু এলাকা জলমগ্ন। বস্তির ঘরের মধ্যে হাঁটুর ওপর পর্যন্ত নোংরা পচা দুর্গন্ধময় জল জমে রয়েছে। এই নারকীয় অবস্থার মধ্যে ১ সপ্তাহ ধরে মানুষ থাকতে বাধ্য হচ্ছে। ফলে ঘরে ঘরে মানুষ অসুস্থ; অনেকেই আন্ত্রিক ও ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত। এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত দক্ষিণে বেহালা, মোমিনপুর, কসবা, তিলজলা, উত্তরে কাশীপুর, পাইকপাড়া, সিঁথি সহ বেশ কিছু এলাকায় জল জমে আছে। ক্ষুব্ধ জলবন্দী মানুষ নানা জায়গায় বিক্ষোভ দেখিয়েছে।

এদিকে দক্ষিণ শহরতলির সোনারপুর, বারুইপুর, মহেশতলা, উত্তর শহরতলির খড়দহ, সোদপুর, আগরপাড়া, বরানগর, কামারহাটি, দমদম ও বারাসত পুরএলাকার বিস্তীর্ণ এলাকা এখনও জলমগ্ন।

সর্বত্র জলবন্দী মানুষ ক্ষোভে ফুঁসছে। সরকার ও প্রশাসন তাদের পাশে নেই; তারা সংবাদমাধ্যমে বিবৃতি ও ঘোষণাতেই দায়িত্ব শেষ করছে। বিপন্ন জনগণের কণ্ঠস্বরকে ধ্বনিত করছে এলাকায় এলাকায় এস ইউ সি আই নেতা-কর্মীরা। রাজ্যের বিক্ষুব্ধ মানুষের বার্তা নিয়ে গত ২৫ অক্টোবর এস ইউ সি আই রাজ্য কমিটির পক্ষে বিধায়ক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার, কমরেড সৌমেন বসু ও কমরেড স্বপন বোস রাজ্যের অর্থমন্ত্রীর কাছে এক স্মারকলিপি পেশ করেছেন। তাতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকার্য ও ত্রাণবন্টন, সর্বদলীয় কমিটির মাধ্যমে ত্রাণবন্টন, ফসলের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও ভেঙেপড়া বাড়িঘর পুনর্নির্মাণে ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সাহায্যদান, জল নিকাশির উপযুক্ত ব্যবস্থা, মৃতদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ, বন্যার্তদের খাজনা ও ঋণ মকুব ইত্যাদি দাবি পেশ করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীকে কালো পতাকা দেখানোর চেষ্টা, লাঠিচার্জ

এগরার ত্রাণ শিবির পরিদর্শন করে ফেরার পথে শহরের দিঘা মোড়ে মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ের সামনে শুক্রবার কালো পতাকা নিয়ে বিক্ষোভ দেখানোর চেষ্টা হয়। বিক্ষোভকারীদের হঠাতে লাঠি চালায় পুলিশ। পুলিশের লাঠি থেকে চিত্র সাংবাদিকেরাও বাদ যায়নি বলে এ দিন অভিযোগ করেছে এস ইউ সি আই ও দুবদা বেসিন সংস্কার উন্নয়ন কমিটি। এ ঘটনায় সতীশ সাউ নামে এক ব্যক্তিকে জখম অবস্থায় এগরা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এগরা থানার পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় এস ইউ সি'র তিন সমর্থককে আটক করা হয়েছে। তবে আটক হওয়া তিন জনের দাবি, তাঁরা বন্যার্ত এবং ওই কমিটির তরফে বিক্ষোভ দেখাতে এসেছিলেন।

এসইউসি নেতা জগন্নাথ দাস অভিযোগ করেন, ''বন্যা-সমস্যার স্থায়ী সমাধানে আমরা বিক্ষোভ দেখিয়েছি। কিন্তু সিপিএমের কর্মী সমর্থকেরা আমাদের প্রচণ্ড মারধর করে। পুলিশও আমাদের পেটায়।'' দুবদা গ্রামের সতীশ সাউ বলেন, ''পুলিশ মাটিতে ফেলে আমার গলায় পা তুলে দেয়।'' আটক হওয়া দুবদা গ্রামের নবারুণ পণ্ডা, জগদীশ সাউ, বালিঘাই গ্রামের সুজিত দাসেরা বলেন, ''আমরা দাবিপত্র এগরার মহকুমাশাসককে দিয়েছিলাম মুখ্যমন্ত্রীকে দেবার জন্য। তারপর মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে রাস্তাতেই ছিলাম। পাশে ছিলেন এস ইউ সি সমর্থকেরা। সেই সময়ই সিপিএমের সমর্থকেরা আমাদের মারে। পুলিশের কাছে ধরে নিয়ে গিয়ে বলে, এদের ধরে নিয়ে যান।'' (*আনন্দবাজার, বিশেষ ক্রোড়পত্র,* ২৯/১০/২০০৫)

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06
R. No 5268 / 60

পুলিশি মিথ্যার প্রতিবাদে অ্যাবেকা

অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাস ২৯ অক্টোবর এক বিবৃতিতে বলেন, গত ২৭শে অক্টোবর বিদ্যুৎ ভবনের সামনে নিরস্ত্র শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের উপর বর্বরোচিত পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদে আজ নদীয়া জেলা এবং উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বাগদা, গোপালনগর, গাইঘাটা থানায় বন্ধ পালন এবং মেদিনীপুর, হুগলি, বীরভূম, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, কোচবিহার, দার্জিলিং প্রভৃতি জেলার জাতীয় সড়ক, বম্বে রোড, জি টি রোড অবরোধ, প্রতিবাদ সভা এবং বিদ্যুৎ অফিসে বিক্ষোভ, কলকাতার সল্টলেকে করুণাময়ীর মোড়, শ্যামবাজার, হাজরা, বেহালা, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া মোড় প্রভৃতি জায়গায় প্রতিবাদ সভার মধ্য দিয়ে জনসাধারণ যে প্রতিবাদ জানিয়েছেন, সেজন্য আমরা তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। এদিনও পুলিশ নদীয়া থেকে ৫ জন ও কলকাতার বাগুইহাটি থেকে ৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

তিনি আরও জানান যে, ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ অ্যাবেকার ৫ জন প্রতিনিধির ডেপুটেশন নেওয়ার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিলেন বলে যেকথা বলা হয়েছে, তা সত্য নয়। এরকম কোনও প্রস্তাব সেদিন দেওয়াই হয়নি। একইভাবে, ৫ জনের পরিবর্তে ৫০০/৬০০ জন বিদ্যুৎ ভবনের মধ্যে ঢুকতে চেয়েছিল বলে প্রচারিত বক্তব্যটিও মিথ্যা। বস্তুত মিছিলের অগ্রভাগ বিদ্যুৎভবনের সামনে পৌঁছাতেই পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ে লাঠি চালাতে শুরু করে।

তিনি আরও বলেন, শান্তিপূর্ণ নিরস্ত্র বিক্ষোভকারীদের উপর পুলিশ গুলি চালায়নি বলে সরকারি প্রচার যে মিথ্যা তা প্রমাণিত হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে তাঁর অনুমতি নিয়ে গুলি চালানো হয়েছে এবং গুলিতে কেউ আহত হয়নি বলে বর্তমানে যা বলা হয়েছে আমরা এটাও সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রচার বলে মনে করি। আমরা এবিষয়ে নিশ্চিত যে ম্যাজিস্ট্রেটের কোন প্রকার অনুমোদন ছাড়াই গুলি চালানো হয়েছে এবং গুলিতে খুরদার শেখ সহ কয়েকজন আহত হয়েছেন। আমরা নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে দোষী পুলিশের কঠোর শাস্তির দাবি করছি।

রাজ্যের মুখ্যসচিব এ ব্যাপারে কোন তদন্ত হবে না বলে যে বিবৃতি দিয়েছেন, আমরা মনে করি তাকে স্বৈরাচারের উদ্ধত প্রকাশ ছাড়া কিছুই বলা যায় না।

সল্টলেকে পুলিশি অত্যাচার
দক্ষিণবঙ্গে পথ অবরোধ, নদীয়ায় বন্‌ধ

সল্টলেকে বিদ্যুৎভবনের সামনে বিক্ষোভকারীদের ওপর পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদে শনিবার দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে প্রতিবাদ দিবস পালন করে সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতি। দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় পথসভা এবং পথ অবরোধ করে সমিতির সমর্থকরা। নদীয়ায় বন্‌ধ পালিত হয়। তাতে ভালোই সাড়া পাওয়া গিয়েছে।

এদিন কৃষ্ণনগরে অধিকাংশ দোকানপাটই ছিল বন্ধ। করিমপুর রুটে কয়েকটি বাস চললেও অন্যান্য রুটে বাস চলেনি বললেই চলে। কোতোয়ালি থানার সন্ধ্যা মাঠগড়ায় বন্‌ধ সর্থকরা একটি বেসরকারি বাস ভাঙচুর করে। সকালে ধুবুলিয়ায় বেশ কিছু বন্‌ধ সমর্থক ৩৪নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে রাখে।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মানিকতলায় এদিন সকাল ১১টা নাগাদ সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির সদস্যরা রাস্তা অবরোধ করে। বিদ্যুৎমন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। এছাড়াও পাঁশকুড়া, ময়না, কাকটিয়া, চণ্ডীপুর, মেচেদা প্রভৃতি জায়গায় বিক্ষোভ সভার আয়োজন করা হয়। পূর্ব মেদিনীপুর জেলাতেও রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদের জোনাল ম্যানেজারের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখায় সমিতির সদস্যরা।

বর্ধমান জেলার বিভিন্ন জায়গায় এস ইউ সি আইয়ের পক্ষ থেকে পথসভার আয়োজন করা হয়। বীরভূম জেলার মল্লারপুরে পানাগড়-মোড়গ্রাম রাস্তা অবরোধ করেন এস ইউ সি সমর্থকরা। বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন অংশেও এস ইউ সি আইয়ের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। বাঁকুড়ার মাচানতলা, বিষ্ণুপুর, ওন্দা, খাতড়া প্রভৃতি জায়গায় বিক্ষোভ জেখানো হয়। জেলা সম্পাদক স্বপন ঘোষ অভিযোগ করেন, বৃহস্পতিবার শাসকদলের মদতেই পুলিশ এই বর্বর অত্যাচার চালিয়েছে। পুরুলিয়া, রঘুনাথপুর, আদ্রা প্রভৃতি জায়গাতে বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

(*বর্তমান*, ৩০/১০/২০০৫)

দিল্লির বিধ্বংসী বিস্ফোরণে কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্বেগ ও নিন্দা

এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী এক বিবৃতিতে ২৯ অক্টোবর দিল্লিতে বহু মানুষের প্রাণহানি ও নারীশিশু সহ শত শত নিরপরাধ মানুষের আহত হওয়ার ঘটনার জন্য দায়ী পর পর বিধ্বংসী বিস্ফোরণের তীব্র নিন্দা করেন। তথাকথিত ভিআইপিদের কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে যেখানে কোটি কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে, সেখানে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তাবিধানে অপরাধমূলক অবহেলা ও ব্যর্থতার অভিযোগে তিনি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন।

এ ধরনের হীন ও নিন্দনীয় কাজের বিরুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষকে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, এটা বোঝা দরকার যে, এ ধরনের দায়িত্বহীন বেপরোয়া কার্যকলাপ কোন অংশের মানুষেরই মঙ্গল করেনা, বরং ব্যাপক ধ্বংস ও বিপর্যয় ছাড়াও এ ধরনের ঘটনা নানা স্তরের জনগণের মধ্যে চূড়ান্ত তিক্ততা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে, যার সুযোগে উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তির প্রভাব আরও বৃদ্ধি পায়।

অন্ধ্রে ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনা

দোষীদের শাস্তি এবং নিহত ও আহত পরিবারবর্গের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দাবি

২৯ অক্টোবর অন্ধ্রপ্রদেশের ভিলিগোণ্ডায় ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় শত শত মানুষের মৃত্যুতে এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেন। ইউ পি এ সরকারের তীব্র সমালোচনা করে তিনি বলেন, রেলযাত্রীদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা দেওয়ার প্রশ্নে সরকারের শোচনীয় ব্যর্থতার ফলেই ঘন ঘন ট্রেন দুর্ঘটনা এখন নিত্যকার ঘটনায় পরিণত হয়েছে।

কমরেড মুখার্জী আরও বলেন, এদেশে ট্রেনে যাতায়তের খরচ দফায় দফায় সীমাহীনভাবে বাড়ানো হচ্ছে, অথচ রেললাইন ও ব্রিজগুলির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণে কার্যত কোন অর্থ ব্যয় হয়না। তাছাড়া কর্তব্যে অবহেলার স্পষ্টতঃ প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও দোষী রেলকর্মচারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টিকেও কোন গুরুত্বই দেওয়া হয়না।

কমরেড মুখার্জী দুর্ঘটনায় নিহত ও আহতদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া সহ এই ধরনের ভয়াবহ দুর্ঘটনার জন্য যেসব ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়ী তাদের কঠোর শাস্তি দাবি করেন। সাথে সাথে তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলির প্রতি সমবেদনা জানিয়ে রেলবোর্ড ও রেলমন্ত্রকের ও ধরনের ঢিলেঢালা ও উপেক্ষার মনোভাবের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান জানান।

জয়নগর ২নং ব্লকে বন্যার্তদের বিক্ষোভ দাবি আদায়

খালবিল, নদী, বহুদিন ধরে সংস্কার না হওয়ায়, নতুন নতুন খাল খনন না করায়, সর্বোপরি নিকাশি ব্যবস্থা গড়ে না তোলায় কয়েক দিনের বর্ষণেই দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা বন্যার কবলে পড়ে। মানুষের দুর্ভোগের শেষ নেই। পর্যাপ্ত ত্রাণের অভাব, নামমাত্র ত্রাণ নিয়েও চলছে দলবাজি। এরই প্রতিবাদে জয়নগর ২ নং ব্লকে গত ২৪ অক্টোবর এস ইউ সি আই ব্লক কমিটির আহ্বানে ১০টি অঞ্চলের ২ সহস্রাধিক মানুষ ব্লক অফিসে বিক্ষোভ দেখায়। বন্যার্তদের বিক্ষোভ চরমে উঠলে বিডিও বন্যার্তদের সমাবেশে বক্তব্য রাখতে বাধ্য হন এবং তাৎক্ষণিক কিছু দাবি মেনে নিয়ে ত্রাণের ব্যবস্থা করেন। কয়েকটি জায়গায় ত্রাণশিবির খুলতে বাধ্য হন। ডেপুটেশন বিক্ষোভে বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটির পক্ষে কমরেডস সেলিম শা, সুজাতা ব্যানার্জী। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কমরেডস্ গোবিন্দ আহেরী, আমির আলি ঘরামী প্রমুখ। কমরেড মোবারক মোল্লা, আমির আলি ঘরামী, ফিরোজা হালদার, কবিতা সরদার, সিরাজ মোল্লার নেতৃত্বে ১২ জনের প্রতিনিধি দল ডেপুটেশনে ছিলেন। পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি কমরেড আনাম খাঁও উপস্থিত ছিলেন।

মহান নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী উপলক্ষে

জনসভা

২৫ নভেম্বর বিকাল ৫টা মহাজাতি সদন, কলকাতা

বিষয় ঃ মহান নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষার আলোকে বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের সমস্যা

বক্তা ঃ এস ইউ সি আই এবং বিদেশের ভ্রাতৃপ্রতিম দলগুলির নেতৃবৃন্দ

অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরামের উদ্যোগে

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কনভেনশন

সফল করুন

২৪ নভেম্বর, মহাজাতি সদন, কলকাতা

দেশের ও বিদেশের বিশিষ্ট প্রতিনিধিরা অংশ নেবেন

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in